NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আজ বিশ্ব টেলিকমিউনিকেশন দিবস উপলক্ষে বিশেষ

বিজেপির বুথ এজেন্টের মৃত্যু, অভিযুক্ত শাসক, থানায় ক্ষোভ ৬

কলকাতা ১৭ মে ২০২৪ ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৩৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.5.2024, Vol.17, Issue No. 334, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

শহরের ১২ জায়গায় আয়কর তল্লাশি, উদ্ধার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের মুখে শহরে ফের আয়কর হানা। উদ্ধার বিপুল নগদ। বুধবার রাত থেকে শহরের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছেন আধিকারিকেরা। বৃহস্পতিবার সকালে তিনটি বিজ্ঞাপন সংস্থার অফিস ও বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় হিসাব বর্হিভূত টাকা। জানা গিয়েছে, আয়কর আধিকারিকের সঙ্গে ছিলেন ইডির কর্তারাও। শহরের ৩টি বিজ্ঞাপন সংস্থায় অভিযান চালিয়ে বিপুল টাকা উদ্ধার করেছে আয়কর দপ্তর। এসপ্ল্যানেড চত্বরের একটি বিজ্ঞাপন সংস্থার অফিসে তল্লাশি চালিয়ে ৫০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। এছাড়াও বাকি দুটি সংস্থায় তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে ৫০ লক্ষ। একসঙ্গে ১২টি জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। লোকসভা নির্বাচন চলায় দেশে জারি রয়েছে আর্দশ আচরণ বিধি। বড় টাকার লেনদেনের উপর নজর রেখেছে নির্বাচন কমিশনও। একাধিক নেতার গাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। পঞ্চম দফার ভোটের আগে বিপুল নগদ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

তাপপ্রবাহ সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ১৬ মে: গোটা এপ্রিলের তাপপ্রবাহের দাপট চললেও মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বৃষ্টি আর ঝড়ের কারণে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছিল পূর্ব এবং উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে। কিন্তু সেই স্বস্তি বেশি দিন স্থায়ী হল না। আবারও তাপপ্রবাহ ফিরে এল। ইতিমধ্যেই পূর্ব, উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাপপ্রবাহ নিয়ে সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি রাজ্যে ভারী সতর্কতাও দেওয়া হয়েছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, ১৮ মে পর্যন্ত তীব্র তাপপ্রবাহ চলবে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব এবং হরিয়ানায়। বৃহস্পতিবার থেকেই এই রাজ্যগুলিতে তাপপ্রবাহ চলবে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন। অন্যদিকে, তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি চলবে পশ্চিম রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, কোঙ্কন এবং গোয়ায়। উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, দক্ষিণ হরিয়ানা এবং বিহারে ১৬-১৮ মে পর্যন্ত তাপপ্রবাহ চলবে। অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশ এবং পূর্ব রাজস্থানে ১৭-১৮ মে পর্যন্ত এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে।

রাজ্য সচিবালয়ে অতিরিক্ত সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সচিবালয়ের কর্মীদের নতুন পদোন্নতি নীতি চালু হওয়ার পর এই প্রথম ওয়েস্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস থেকে তিনজন আধিকারিককে অতিরিক্ত সচিব পদে উন্নীত করা হল। আগে সচিবালয়ের নিম্নবর্গীয় করণিকরা যুগ্মসচিব পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ পেতেন। সম্প্রতি রাজ্য সরকার সচিবালয়ের কর্মীদের পদোন্নতির মাধ্যমে আরও একধাপ উপরে অতিরিক্ত সচিব হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেইমতো সাধারণ কর্মী থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করার জন্য সচিবালয়ে দশটি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃষ্টি করা হয়। সেই সব পদে প্রথম দফায় বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত তিনজন যুগ্মসচিব প্রোমোশন পেয়ে অতিরিক্ত সচিব হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

মালদহে ভয়াবহ বজ্রপাত, মর্মান্তিক মৃত্যু ১১ জনের

মৃতদের পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদহ: মালদহে বজ্রপাতে মৃত্যু ১১ জনের। মৃতদের মধ্যে তিন নাবালক ও দুই যুবক রয়েছে। ঝড়বৃষ্টি দেখে আম বাগানে আম কুড়োতে গিয়েছিলেন তাঁরা। সেই সময় বজ্রপাতে মৃত্যু হয় বলে খবর স্থানীয় সূত্রে। মৃতদের মধ্যে এক প্রৌঢ়াও রয়েছেন। ঝড়ের সময় জমিতে ধান কাটতে গিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতদের পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তিনি বলেন, 'বজ্রপাতে মৃত ব্যক্তিদের দুর্যোগ তহবিল থেকে দু'লক্ষ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি সমস্ত রকমের সাহায্য করা হচ্ছে। নির্বাচনী বিধিনিষেধ রয়েছে। কিন্তু বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। তাই প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারকে সমস্ত রকমের সাহায্য করা হচ্ছে।'

মৃতদের মধ্যে দুইজন স্কুল ছাত্র রয়েছে বলেও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। মৃত ১১ জনের মধ্যে তিনজনের বাড়ি পুরাতন মালদহ থানার সাহাপুর এলাকায় । অপর দুইজনের বাড়ি গাজোল থানার আদিনা এবং রতুয়া থানার বালুপুর এলাকায়। বাকিদের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর এবং ইংরেজ বাজার থানায় এলাকায়। মৃতদেহগুলো মালদহ মেডিক্যাল কলেজের মর্গে ময়না তদন্তের জন্য আনার ব্যবস্থা করে পুলিশ। এই ঘটনাই মৃতদের পরিবারের শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম চন্দন সাহানি (৪০), রাজ মৃধা (১৬) , মনোজিৎ মণ্ডল (২১) , অসিত সাহা (১৯) এবং সুমিত্রা মণ্ডল (৪৬), পঙ্কজ মণ্ডল (২৩), নয়ন রায় (২৩) প্রিয়াঙ্কা সিংহ রায় (২০) রানা শেখ (৮), অতুল মণ্ডল (৬৫) এবং সাবরুল শেখ (১১)।

মৃতদের মধ্যে প্রথম তিনজনের বাড়ি পুরাতন মালদহ থানার সাহাপুর এলাকায়। ওপর দুইজনের বাড়ি গাজোল থানার আদিনা এবং রতুয়া থানার বালুপুর এলাকায়। এছাড়াও হরিশ্চন্দ্রপুরের নয়ন রায়, প্রিয়াঙ্কা রায় দম্পতি জমিতে পাটের চাষ করার সময় বাজ পড়ে মারা গিয়েছে। ৮ এবং ১১ বছর বয়সী দুইজন নাবালক রয়েছে। তাদের বাড়ি মানিকচক থানার হাড্ডাটোলায় এলাকায়। অপর মৃতদের বাড়ি ইংরেজবাজার এবং মানিকচক থানা এলাকায়। পাশাপাশি বাজ পড়ে আহত হয়েছেন ফাতেমা বিবি (৩৫) এবং দুলু মণ্ডল (৪৫)। এদের বাড়ি ইংরেজবাজার থানার বুধিয়া এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত অসিত সাহা এবং রাজ মৃধা দুজনেই দশম এবং একাদশ শ্রেণির ছাত্র।

পুরাতন মালদহ-র সাহাপুর এলাকার মৃত মনোজিৎ মণ্ডলের দাদা সঞ্জীব মণ্ডল জানিয়েছেন, এদিন দুপুরে তার ভাই-সহ তিনজন ভাটরা এলাকার ধানের জমিতে কাজ করছিল। বৃষ্টির জন্য একটি গাছের তলায় আশ্রয় নেয় ওরা। সেই সময় ঝড় বৃষ্টির মধ্যে আচমকা বাজ পড়লে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার ভাই-সহ তিনজনের। অন্যদিকে, গাজোলের আদিনা এলাকায় আম বাগান দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে একাদশ শ্রেণির স্কুল পড়ুয়া অসিত সাহার।

অন্যদিকে, একইভাবে জমিতে ধান কাটার সময় আচমকায় ঝড় বৃষ্টিতে এই বাজ পড়ে মৃত্যু হয়, রতুয়া থানার বালুপুর এলাকার গৃহবধূ সুমিত্রা মণ্ডলের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদহ মেডিক্যাল কলেজের মর্গে আনার ব্যবস্থা করে পুলিশ।

'কোই মাই কা লাল জন্মেছে...'!

সিএএ নিয়ে বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ প্রধানমন্ত্রী মোদির

আজমগড়, ১৬ মে: লোকসভা ভোটপর্বের মধ্যে আবার বিরোধীদের উদ্দেশে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল সংক্রান্ত বিতর্কের পরে এ বার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) প্রসঙ্গে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে উত্তরপ্রদেশে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলা আজমগড়ে ভোটপ্রচারে গিয়ে।

বৃহস্পতিবার আজমগড় জেলার লালগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির সমাবেশে মোদি বলেন, 'ভোটের প্রচারে 'ইন্ডি' জোটের নেতারা বলছেন, তাঁরা সিএএ বাতিল করবেন। কিন্তু সে ক্ষমতা কারও হবে না।' এর পরেই জনতাকে তাঁর প্রশ্ন, ''দেশে এমন কোনও 'মাই কা লাল' জন্মেছে যে সিএএ বাতিল করতে পারে?'' লালগঞ্জের ওই সভায় মোদি বলেন, 'সমাজবাদী পার্টি এবং কংগ্রেসের মতো দলগুলি সিএএ ইস্যুতে মিথ্যাচার করছে। তারা উত্তরপ্রদেশ-সহ গোটা দেশকে দাঙ্গার আগুনে পোড়ানোর প্রবল চেষ্টা করেছিল। আজও ওই 'ইন্ডি' জোটের লোকেরা বলছে যে, মোদি সিএএ নিয়ে এসেছেন এবং যে দিন তিনি যাবেন, সিএএ-ও সরানো হবে। কিন্তু তাদের সেই ক্ষমতা নেই।' ঘটনাচক্রে, লোকসভা ভোটপর্বের মধ্যেই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) অনুযায়ী আবেদনকারীদের শংসাপত্র বিলি শুরু করেছে মোদি সরকার। বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয়কুমার ভাল্লা প্রথম দফায় ১৪ জন আবেদনকারীর হাতে ভারতীয় নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর সিএএ পাশ করিয়েছিলেন মোদি। ওই আইন অনুযায়ী, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের মতো দেশ থেকে যে সমস্ত অমুসলিম (হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি) ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে এ দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছেন এবং অন্তত পাঁচ বছর ভারতে কাটিয়েছেন, তাঁরা নাগরিকত্বের শংসাপত্র পেতে সিএএ-তে আবেদন জানাতে পারেন। প্রসঙ্গত, সপ্তাহ দুয়েক আগে একটি সাক্ষাৎকারে জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের প্রসঙ্গ তুলে মোদি বলেছিলেন, 'কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের ক্ষমতা থাকলে তারা ৩৭০ ধারা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেখাক।'

নন্দীগ্রামে ভোট লুটের 'বদলা' নেবেন মমতা

শুভেন্দু গড়ে দাঁড়িয়ে হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: একুশের বিধানসভা ভোটে অন্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র নন্দীগ্রামের ফলাফল নিয়ে এখনও মামলা চলছে আদালতে। কারচুপির মধ্যে দিয়ে ফলাফলকে নিজেদের অনুকূলে এনেছে বলে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগে আদালতে মামলা করেছেন স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তা এখনও বিচারাধীন। এবার প্রথম সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে তৃণমূল নেত্রীর হুঙ্কার, 'নন্দীগ্রামে যে প্রতারণা হয়েছে, আজ নয়ত কাল তার বদলা আমি নেবই। কখন নেব, কীভাবে নেব, তা সময় ঠিক করবে।' চব্বিশের লোকসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর গড়ে দাঁড়িয়ে মমতার এই হুঁশিয়ারি বড়সড় রাজনৈতিক বক্তব্য বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একটা বড় অংশ।

নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে এক হাজারের সামান্য বেশি ভোটের ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীকে জয়ী ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। তৃণমূলের অভিযোগ ছিল, ভোটগণনার সময়ে লোডশেডিং করে ফলাফল নিজেদের অনুকূলে এনে কারচুপি করে জিতেছে। নইলে সেখানে গণনার প্রথম রাউন্ড থেকে এগিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জয় নিশ্চিত ছিল বলেই দাবি ঘাসফুল শিবিরের। শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করতে গিয়ে তৃণমূলের তরফে প্রায়শই বলা হয় 'লোডশেডিং বিধায়ক'। নন্দীগ্রামের সেই ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে দায়ের হওয়া মামলা চলছে এখনও।

'ভুল খবর, বিভ্রান্তি হচ্ছে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি-বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' সরকার গড়লে তৃণমূলের অবস্থান কী হবে, তা নিয়ে বুধবার হুগলির চুঁচুড়ার সভায় মন্তব্য করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই মন্তব্যের 'ব্যাখ্যা' দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার তমলুকের সভা থেকে তৃণমূলনেত্রী বলেছেন, তাঁর কথার 'ভুল ব্যাখ্যা' করা হচ্ছে। ফলে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। দেবাংশু ভট্টাচার্যের সমর্থনে তমলুকের সভায় মমতা বলেন, 'অল ইন্ডিয়া লেভেলে আমরা বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' তৈরি করেছিলাম। আমরা জোটে থাকব। অনেকে আমাকে ভুল বুঝেছে। আমি জোটে আছি। আমি ওই জোট তৈরি করেছি। আমি জোটে থাকবও। এখানকার সিপিএম নেই। এখানকার কংগ্রেস নেই। কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে আমরা জোটে থাকব। ভুল বোঝাবুঝির কোনও জায়গা নেই। ভুল খবর ছড়িয়েছে। এতে বিভ্রান্তি হচ্ছে।'

এর মাঝে একাধিকবার শুভেন্দু গড়ে দাঁড়িয়ে সেই ফলাফল নিয়ে অভিযোগের সুর চড়িয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। তবে বৃহস্পতিবার লোকসভা নির্বাচনে তমলুক কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যর সমর্থনে হলদিয়ায় সভা করতে গিয়ে মমতার হুঙ্কার, 'নন্দীগ্রামে ডিএম বদলে, লোডশেডিং করে আমার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। তার বদলা আমি নেবই। আমি ছাড়ব না।' ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতা বদলের ডাক দিয়ে তৃণমূল নেত্রীর গলায় শোনা গিয়েছিল, 'বদলা নয়, বদল চাই।' আর একুশের বিধানসভা নির্বাচনে নিজের ভোটের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মুখে শোনা গেল, 'বদলা নেবই।'

এক্স হ্যান্ডলে নিন্দা মোদির

নয়াদিল্লি, ১৬ মে: স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রীর উপরে বন্দুকবাজের হামলা নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে মোদি লেখেন, 'স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকোকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর খবর পেয়ে আমি মর্মাহত। আমি এই কাপুরুষোচিত কাজের তীব্র নিন্দা করছি। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ফিকোর দ্রুত আরোগ্যকামনা করছি।' এক্সের পোস্টে মোদি এ-ও জানিয়েছেন যে, এই পরিস্থিতিতে স্লোভাকিয়ার নাগরিকদের পাশে রয়েছে ভারত।

পিএমএলএ মামলায় ইডির ক্ষমতা খর্ব সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৬ মে: লোকসভা ভোটপর্বের মাঝেই কেন্দ্রীয় এজেন্সি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি-র ক্ষমতায় রাশ টানল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, বিশেষ আদালতে বিচারাধীন 'বেআইনি আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইন' (পিএমএলএ) মামলার ১৯ নম্বর ধারায় (অর্থ নয়ছয়) অভিযুক্তকে ইডি গ্রেপ্তার করতে পারবে না। ইডি যদি তেমন কোনও অভিযুক্তকে হেপাজতে রাখতে চায়, তা হলে সংশ্লিষ্ট বিশেষ আদালতে আবেদন করতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ বৃহস্পতিবার নির্দেশ ঘোষণা করে বলেছে, 'যদি এক জন অভিযুক্ত সমনে সাড়া দিয়ে আদালতে হাজির হন, তবে তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য ইডিকে সংশ্লিষ্ট আদালতেই আবেদন করতে হবে। আদালতের অনুমতি ছাড়া হাজিরা দেওয়া অভিযুক্তকে হেপাজতে নিতে পারবে না ইডি।' সেই সঙ্গে দুই বিচারপতির বেঞ্চের তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ; 'পিএমএলএ মামলায় অভিযুক্ত যদি সমন মেনে আদালতে হাজিরা দেন, তবে তাঁর আলাদা ভাবে জামিনের আবেদন করার কোনও প্রয়োজন নেই।'

এ ক্ষেত্রে পিএমএলএ-র ৪৫ নম্বর ধারার জোড়া শর্ত কার্যকরী হবে না বলেও বৃহস্পতিবার জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। প্রসঙ্গত, ওই জোড়া শর্তের প্রথমটি জানাচ্ছে, যখন পিএমএলএ মামলার অভিযুক্ত জামিনের জন্য আদালতে আবেদন করবেন, তখন প্রথমে শুনানির জন্য সরকারি আইনজীবীর সম্মতি প্রয়োজন। সরকারি আইনজীবী যদি সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত দোষী না-ও হতে পারেন এবং মুক্তি পেলে অনুরূপ অপরাধ করার সম্ভাবনা নেই, কেবলমাত্র তখনই জামিন দেওয়া যেতে পারে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশের জেরে গুরুত্বহীন হয়ে গেল ইডির সেই অতিরিক্ত ক্ষমতা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমলে কার্যকরী হওয়া সংশোধিত পিএমএলএ আইনে গ্রেপ্তারি, তল্লাশি, সমন পাঠানো বা নগদ সম্পত্তি আটকের ক্ষেত্রে ইডির হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে বলে বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন এবং বিরোধীদের অভিযোগ। ইডির এই ক্ষমতা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের বিরোধী বলেও অভিযোগ উঠেছিল। ইডি তদন্ত শুরুর আগে যে ইসিআইআর (এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফরমেশন রিপোর্ট) দায়ের করে, তা গ্রেপ্তারির আগে দেখানো-সহ বিভিন্ন দাবিতে শতাধিক মামলা হয়েছিল শীর্ষ আদালতে। কিন্তু ২০২২ সালের ২৭ জুলাই অবসর নেওয়ার দু'দিন আগে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি খানউলকর তাঁর রায়ে জানিয়েছিলেন, ইসিআইআর দেখানোর প্রয়োজন নেই। তা ইডির নিজস্ব নথি।

তবে ইডির অধিকাংশ 'বাড়তি ক্ষমতায়' সিলমোহর দিলেও পরবর্তী সময়ে দু'টি ক্ষেত্রে ফের ভাবনাচিন্তা করতে রাজি হয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। ওই বছরের অগস্টে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এনভি রমনার বেঞ্চ জানিয়েছিল, দু'টি ক্ষেত্রে ইডির বাড়তি ক্ষমতা পুনর্বিবেচনা করা হবে। প্রথমত, গ্রেপ্তারির আগে ইডি যে ইসিআইআর দায়ের করে, সেটি দেখাতে তারা বাধ্য নয় বলে ঘোষিত রায়। দ্বিতীয়ত, পিএমএলএ-তে অভিযুক্তের উপরেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের যে দায় বর্তায়, সেই বিষয়টিও পুনর্বিবেচনা করা হবে। সেই মামলা এখন শীর্ষ আদালতের বিচারাধীন। তারই মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট ছেঁটে দিল গ্রেপ্তারি নিয়ে ইডির বাড়তি ক্ষমতা।

ভোট কাটাকাটির অঙ্কে ভাগ্য নির্ধারণ হবে আরামবাগের

শুভাশিস বিশ্বাস

আরামবাগ মোটেই সহজ সিট নয় তৃণমূলের কাছে। কারণ, একদিকে যেমন রয়েছে বিদায়ী সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের সঙ্গে মান্না দম্পতির মতান্তর, ঠিক তেমনই গত ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন বুঝিয়ে দিয়েছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা হলেও মাথা তুলছে পদ্ম শিবির। অন্যদিকে, বিদায়ী সাংসদের সঙ্গে বিবাদের ছবিটা নতুন নয়। নানা কারণে সংঘাতে জড়াতে দেখা গিয়েছে মান্না দম্পতির সঙ্গে বিদায়ী সাংসদকে। যেমন গত পাঁচ বছরে সাত বিধানসভার মধ্যে সব থেকে কম টাকা দেওয়া হয়েছিল হরিপালে এমন অভিযোগ তুলেছেন মান্না দম্পতি। তবে এরজন্য অপরূপার স্বামী সাকির আলি আঙুল তোলেন মান্না-দম্পতির দিকে। সঙ্গে জানান, অপরূপাকে হরিপালে কার্যত ঢুকতে দেননি বেচারাম-করবী।

হরিপালের জন্য সাংসদ তহবিলের দু'কোটি টাকার কাজের কথা হলেও বেচারামের পাঠানো প্রকল্পে ভুল থাকায় প্রশাসন মঞ্জুর করেনি। এদিকে বেচারামের প্রতিক্রিয়া, 'এলাকার মানুষ ওঁকে পাননি। হয়নি এলাকার উন্নয়নও।' এরপর অপরূপাকে চরম ক্ষুব্ধ হতে দেখা যায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরামবাগের সভাস্থলে। মিতালি বাগের সমর্থনে আরামবাগে যে সভা করতে যান তৃণমূল সুপ্রিমো সেখানে তাঁকে মঞ্চে ওঠার সময় আটকে দেওয়া হয়। এর কিছু পরই ক্ষুব্ধ ও অপমানিত অপরূপা সভাস্থল ছেড়ে বেরিয়েও যান।

এরপর দুয়ের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি শম্পা পাল, স্বামীর নাম ভাস্কর রায়চৌধুরী ঠিকানা এফ- ২১ নিউ গড়িয়া কো-অপারেটিভ, কলকাতা-৭০০০৯৪. নোটারি পাবলিক সিএমএম কোর্ট, কলকাতা/ পশ্চিমবঙ্গের Affidavit দ্বারা শম্পা রায়চৌধুরী নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 06-2024 Dated ১৬-০৫-২০২৪. শম্পা পাল ও শম্পা রায়চৌধুরী একই ব্যাক্তি।

Name Change

I **Sanjib Bhattacharjee**, S/o Madan Bhattacharjee residing at 29, Balaram Majumdar Street, Hatkhola, S.O. Kolkata - 700005, West Bengal. Here by solemnly affirm and declare vide affidavit before Ld. Metropolitan Magistrate (1st Class) at Calcutta on 13 May 2024 that my actual and correct name is Sanjib Bhattacharjee but inadvertently recorded in my Pas-soport as Sanjib Bhattacharya. I declare **Sanjib Bhattacharjee** and **Sanjib Bhattacharya** is one and same identical person.

PUBLIC NOTICE

This is to notify that my client Nripendra Kumar Mitra has lost his original Deed dt. 22-01-2002 **Being No. 150405435** for the year 2002 registered at A.D.S.R. Bidhannagar in respect of Flat No. 401, 4th Floor, GD-370, Sector-III, Kolkata-700106, and lodged a G.D.E. vide no. 464 dt. 08/05/2024.

Any person having any information about the lost documents is requested to contact the undersigned within 15 days.

Sumanta Tripathi, Advocate
High Court, Calcutta
Mobile : 9830707665

CHANGE OF NAME

I Minu Jain will henceforth be known as Devika Jain d/o of Bachhraj Jain of Aparna Apartment, 22B School Row, Bhawanipur, Kolkata 700025 vide Affidavit deposed before Learned First Class Magistrate, Kolkata, on 15.05.2024. Devika Jain & Minu Jain are one and the same person.

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৪ নং এফিডেভিট বলে Nazrul Islam Sekh S/o. Seikh Samsul Hoke ও Sk Nazrul Islam S/o. Sk S Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি সুচিত্রা বিশ্বাস, স্বামী- স্বর্গীয় রঞ্জন বিশ্বাস ঠিকানা ৬ নং রামেশ্বর পল্লি, থানা- নাকাশি পাড়া পোষ্ট- বেথুয়াডহরী, জেলা-নদীয়া। গত ইং ১-৩-২৪ তারিখে প্রথম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে নদীয়াতে এফিডেভিট দ্বারা সুচিত্রা বিশ্বাস নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট নং S.L.- 293 সুচিত্রা বিশ্বাস ও সুচিত্রা বিশ্বাস সরকার একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

DECLARATION

My Client Sandip Koley S/o- Lt. Sasadhar Koley of 170, N.S. Avenue, P.O.+P.S- Serampore, Dist-Hooghly Purchased down scheduled plot from Smt. Latika Sur W/o- Lt. Bholanath Sur in the year 2006. (Deed No. 06804/06) Bholanath Sur purchased the same from Sri Dhananjoy Dutta S/o. Lt. Dasurathi Dutta, who obtain power of attorney by way of affidavit on 23.02.2000 (Notarial Certificate issued by Notary A. K. Saha, Serampore) from Krishna Ch. Som, Kamal Som, Sameer Som, Swapan Som, Probir Som, Subir Som duly registered Vide Deed No-3526 dt. 04.07.2000

Schedule of the Property

District Hooghly A D.S.R Serampore; Mauza- Chatra under Baidyabali Municipality; JL-NO-10, R-S. Khatian 587 R.S. Dag 1685, total measur-ing 6katha 8 chittak 20 Sq.-ft out of which 1 katha 8 chittak purchased by Sandip Koley. If any one has any claim for aforesaid Land give objection within 7 days from publication or else if will treated can-celled.

Debasish Mukherjee (Advocate)
Mob.: 9123609702

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ ই মে, ৩ রা জ্যৈষ্ঠ, নবমী তিথি। শুক্র বার। জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল র দশা বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বুদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ শনি। প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : অশুভ শনি ।আর্থিক সহযোগিতা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সিএএ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনলে সারাজীবন ভুগতে হবে, মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ মিঠুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বৃহস্পতিবার হাওড়ার বেগড়ি এলাকার সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মিথ্যেবাদী বলে দাবি করলেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। নাগরিকত্ব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দাবিকে মুসলিমদের ভয় দেখানো হচ্ছে বলে দাবি করে তিনি বলেন, 'এটা যাদের নাগরিকত্ব নেই তাদেরকে দেওয়ার আইন। যারা নাগরিক নন তারা এখন নাগরিক হয়ে যান। জীবনে সমস্যা মিটে যাবে। আর ওনার কথা শুনলে সারাজীবন ভুগতে হবে।' এছাড়াও মিঠুন মমতাকে কটাক্ষ করে বলেন, 'বিজেপি ১০ বছর ধরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আছে, সেখানে কিছু শেষ হয়নি। এই রাজ্যেই উন্নতি হয়েছে, শুধু এই রাজ্যেই অবনতি হচ্ছে।' এছাড়াও মিঠুন দাবি করেন নাগরিকত্ব দেওয়া শুরু হয়ে গেছে, এবার সব মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোট ভোটে জিতে আসার দাবিকে কটাক্ষ করে মিঠুন বলেন, 'যদি উনি নিশ্চিত থাকেন, তাহলে উনি হোলি খেলুন, আনন্দে মাতুন। তারপরে যখন বিজেপি জিতে আসবে তখন উনি কী করবেন।' শ্রীরামপুর কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী কবীর শংকর বোসের সমর্থনেও এদিন জনসভা করেন মিঠুন।

বীজপুরে বিজেপিতে যোগ শতাধিক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের হালিশহর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের শতাধিক তৃণমূল কর্মী বৃহস্পতিবার বিজেপিতে যোগদান করলেন। এদিন জগদ্দলের মজদুর ভবনে তৃণমূল থেকে আগতদের হাতে পদ্ম পতাকা তুলে দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। হাজির ছিলেন হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত। যোগদান নিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, বীজপুর থেকে দফায় দফায় তৃণমূলের পুরানো কর্মীরা বিজেপিতে যোগদান করছেন। এদিন সমীর নাথ, সোমনাথ দে-র নেতৃত্বে শতাধিক কর্মী বিজেপিতে যোগ দিলেন। তাঁর দাবি, আগামীদিনে বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের 'ঘর' ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

পিএনবি-র বিজনেস রিভিউ মিটিং দক্ষিণ ২৪ পরগনার সার্কেল অফিসে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের জিলা পরিষদে সার্কেল অফিসে সার্কেল হেড রমেশ কুমার সামালের সভাপতিত্বে বিজনেস রিভিউ মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। এদিন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা লালা লাজপত রায়ের মূর্তিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং মালা পরিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। কর্মসূচি শেষে ডেপুটি সার্কেল হেড সুব্রত চৌধুরী উপস্থিত সকল শাখা ব্যবস্থাপকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একইসঙ্গে অনুরোধ জানান, যাতে তাঁরা আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে ব্যাঙ্কের প্রকল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত করে ভারত সরকার এবং ব্যাঙ্কের লক্ষ্যগুলি অর্জন করা যায়।

বাংলায় দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ সরকার বাছার আবেদন সীতারামণের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার তোলাবাজি, মাফিয়ারাজ এবং কোরাপশন বা দুর্নীতির সমার্থক বলে প্রবীণ বিজেপি নেত্রী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ মন্তব্য করেছেন। কলকাতায় এক পাঁচতারা হোটেলে বিশিষ্ট নাগরিক সমাবেশে তিনি ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যকে শিল্প, সংস্কৃতি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে সরব হন। শ্রীমতি সীতারামণ বলেন, এক সময় শিল্প সংস্কৃতিতে বাংলা বিশ্বের এক নম্বর ছিল। উৎপাদন ক্ষেত্রে দেশের মোট জিডিপির ২৫ শতাংশ ছিল এরাজ্যের অবদান। বর্তমানে তা নেমে গিয়েছে ৩ শতাংশের নিচে। একসময় শিল্পের শ্রেষ্ঠ গন্তব্য এই রাজ্য থেকে শিল্প বর্তমানে উত্তর-পূর্বে চলে যাচ্ছে। এইজন্য তিনি বর্তমান সরকারের আমলের ভ্রান্ত শিল্পনীতি, তোলাবাজি ও লাগাম ছাড়া দুর্নীতিকেই দায়ী করেন। অন্যদিকে, সন্দেশখালির ঘটনা তুলে ধরে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে নারী বিরোধী বলে অভিযোগ করেন। রাজ্যে রেশন দুর্নীতি, এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির মত প্রসঙ্গ তুলে নাগরিক সমাজকে বাংলায় দিন ফিরিয়ে আনতে দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ সরকার বেছে নেওয়ার আবেদন জানান।

সহজ করা হল অ্যাপে টিকিট কাটা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্টেশন থেকে বাড়ি যত দূরই হোক না কেন, এবার টিকিট করা যাবে ইউটিএস অন মোবাইল অ্যাপে। ট্রেনের সাধারণ শ্রেণিতে ভ্রমণকে আরও সহজ করতে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হল ভারতীয় রেলের তরফ থেকে। এতদিন এই অ্যাপে যে সীমাবদ্ধতা ছিল রেলওয়ে স্টেশন থেকে অনেক দূর বা একেবারে রেল স্টেশনের সামনে চলে এলে এই অ্যাপ থেকে 'কাগজহীন' টিকিট কাটা যেত না। তবে এখন সেই সমস্যা দূর হওয়ায় যাত্রীরা যে কোনও স্থান থেকে টিকিট নিতে পারবেন। শুধুমাত্র যদি কোনও যাত্রী প্ল্যাটফর্মে থাকেন বা ট্রেনে ভ্রমণ করেন, তবে তিনি ইউটিএস অন মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে অনলাইন টিকিট কাটতে পারবেন না। বিনা টিকিটে রেল সফর বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ভারতীয় রেলের তরফ থেকে। একইসঙ্গে রেলের তরফ থেকে এই বিশেষ প্রচেষ্টায় আমজনতার মধ্যে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চলছে অনলাইন মাধ্যম পেপারলেস টিকিটের মাধ্যমে ডিজিটাল বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান রাখা।

এরই পাশাপাশি পূর্ব রেলের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, পূর্ব রেল নিত্যযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দে যে কোনও উদ্যোগ নিতে বদ্ধপরিকর, তা সে অনলাইন অ্যাপ-ই হোক অথবা স্টেশন পরিকাঠামোই হোক। সমস্ত যাত্রী পরিষেবা এবং সুযোগ সুবিধার ক্রমাগত উন্নতিবিধানে পূর্ব রেল সবার যাত্রাপথ আরও সহজ করে তুলছে।

ভোট কাটাকাটির অঙ্কে ভাগ্য নির্ধারণ হবে আরামবাগের

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে এও জানান, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বেচারাম মান্নার নির্দেশেই তাঁকে মঞ্চে উঠতে দেওয়া হয়নি। এই ঘটনার প্রভাব তৃণমূলের ভোট ব্যাংকে যে পড়বে না, তা নিশ্চিত ভাবে বলা যাচ্ছে না। কারণ, বিদায়ী সাংসদ অপরূপা। তাঁর অনুচরেরা এই ঘটনাকে কতটা সহজভাবে নেবেন তা নিয়ে প্রশ্ন কিন্তু থাকছেই।

এদিকে আরামবাগে তৃণমূলের একচ্ছত্র আধিপত্য চললেও সেখানে মাথা তুলেছে পদ্ম শিবির তার জ্বলন্ত প্রমাণ ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে অপরূপা জয়ী হন মাত্র ১১৪২ ভোটে। নির্বাচন কমিশনের হিসেবে, ২০১৯-এ গোটা রাজ্যে সর্বনিম্ন ব্যবধানে জয়ে সবার আগে এই আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্র। এমন ফল আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের ইতিহাসেও নেই। এই ফল সামনে আসতেই ২০২৪-এ আরামবাগকে টার্গেট করে বিজেপি। স্যাফ্রন ব্রিগেডের আশা, এখানকার হিন্দু ভোট এবার তাঁদের দিকেই যাবে। আর তা ধরে রাখতে নানা প্রকল্পকে নিয়ে আসতে হবে আমজনতার সামনে। সেই কারণেই মার্চের শুরুতে একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাসের মধ্য দিয়েই কার্যত আরামবাগে শুরু হয় বিজেপির প্রচার। নির্বাচনের শুরুতেই বিভিন্ন প্রকল্পের এই শিলান্যাসকে মাস্টার স্ট্রোক হিসেবে দেখছেন বঙ্গ রাজনীতির বিশ্লেষকেরাও। তবে সংখ্যালঘু ভোট একটা বড় ফ্যাক্টর আরামবাগে। হরিপালেই পঞ্চাশের বেশি বুথ সংখ্যালঘু প্রধান। এদিকে ভোটের আগে সিএএ লাগু করার ঘোষণা হয়েছে কেন্দ্রের তরফ থেকে। ফলে সংখ্যালঘু ভোট কতটা গেরুয়া ভোটবাক্সে যাবে তা নিয়ে সংশয় আছেই।

বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

এদিকে ২০২৪-এ আরামবাগ থেকে তৃণমূলের তরফে প্রার্থী করা হয়েছে মিতালি বাগকে। বিজেপির বাড়বাড়ন্তে তৃণমূলের কাছে আরামবাগ শক্ত আসন। ফলে এখানে কম পরিচিত প্রার্থী মিতালি বাগকে নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতারা দোলাচলে। 'কমজোরি' প্রার্থীর জয় নিয়ে দোলাচলে তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের এক অংশ। অন্য পক্ষের আশা, তৃণমূল স্তর থেকে প্রার্থী তুলে আনার সিদ্ধান্তই 'বাজিমাত' করবে। তৃণমূলেরই অন্য অংশের বক্তব্য, আরামবাগ আসন বের করতে যেমন প্রার্থী দরকার ছিল, সেই স্তরের প্রার্থী মিতালি নন। এমনকি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের এক নেতাকে এমনও বলতে শোনা গেছে 'মনে হচ্ছে আসনটা বিজেপিকে উপহার দিল দল। এমন প্রার্থী দরকার ছিল, যাঁর নামেই কর্মীরা দলের সমস্ত অপকীর্তি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ভুলে ভোটের কাজে ঝাঁপাবেন। সেটা হল না।' তবে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো জানান, 'মিতালি বাগদি সম্প্রদায়ের মেয়ে। উচ্চশিক্ষা করেছে। অনেকে বলেন, বাগদি বাউড়িরা টিকিট পান না। আমরা ওঁকে টিকিট দিয়ে তা প্রমাণ করে দিয়েছি।' এদিকে আরও একটা লক্ষণীয় ব্যাপার সামনে আসে পদ্ম আর জোড়াফুলের প্রচারে। আরামবাগ লোকসভায় 'দেওয়াল লিখন' বা দেওয়াল দখলে তৃণমূলের থেকে এগিয়ে ছিল বিজেপি। তবে দেওয়াল দখলের এই দাবিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল।

অন্যদিকে , একদা বামদুর্গ বলে পরিচিত আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের নিবিড়ভাবে প্রচার সারতে দেখা যায় বামপ্রার্থী বিপ্লব মৈত্রকে। তীব্র গরমে কখনও তা সারলেন পায়ে হেঁটে কখনও বা অটোয়। জনসংযোগে গ্রামবাসীদেরও দেখা গিয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর পাশে দাঁড়াতে। শুধু পুরুষেরাই নন, এগিয়ে আসতে দেখা গেছে স্থানীয় মহিলাদেরও। খানাকুলের তিনবারের প্রাক্তন সিপিআই (এম)-এর বিধায়ক বংশী বদন মৈত্রর ছেলে শুনে অনেকেই প্রার্থীকে সমর্থনের আশ্বাসও জানান। সঙ্গে তরুণ প্রার্থীকে কাছে পেয়ে তুলে ধরেন নিজেদের সমস্যার কথাও।

এদিকে আরামবাগে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, কাজ যেটুকু হয়েছে তাতেও পড়েছে দুর্নীতি, কাটমানির লম্বা ছায়া। সঙ্গে গত পঞ্চায়েতের ফল আশা জোগাচ্ছে বামেদের। কারণ, এই নির্বাচনে হরিপালের ১৫টি পঞ্চায়েতের ২৬২টি গ্রামসভা আসনের একটিও বিজেপি জেতেনি। সেখানে সিপিএম ১৩টি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই নির্বাচনে সিপিএমের পক্ষে পড়েছে ২৫ শতাংশ ভোট। এবার তা বাড়বে বলে সিপিএম আশাবাদী। একইসঙ্গে বামেদের দাবি, 'দুর্নীতির জন্য তৃণমূলের থেকে মানুষ মুখ ফেরাচ্ছে। বিজেপির সঙ্গেও মানুষ নেই। এখানে বড় হাসপাতাল হয়েছে, অথচ পরিষেবা অমিল। বাস স্ট্যান্ড হয়নি। সিঙ্গুরের পাশের এই ব্লকে একটি রাসায়নিক কারখানা ছাড়া শিল্প কার্যত নেই।' তবে ২০১৯-এ বামেদের ভোট বিজেপিতে যাওয়ায় ভোট বেড়েছিল বিজেপির অন্তত এমনটাই বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। এবার সেই ভোট বামেদের কাছে ফিরলে বিজেপি কতটা টক্কর দিতে পারবে, উঠছে সে প্রশ্নও।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৭ মে ২০২৪ ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ শুক্রবার

পরিস্থিতির চাপে বাম-কংগ্রেস জোট হয়েছে তলার স্তরেও: অধীর চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এই প্রথম বঙ্গের লোকসভা ভোটে বামফ্রন্টের সঙ্গে আসন সমঝোতা করেছে কংগ্রেস। বিধানসভায় হলেও এই দু'পক্ষের সমঝোতা লোকসভা নির্বাচনে কখনও হয়নি, বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে এমনটাই জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি জানান, ২০১৬-র বিধানসভার ভোটে নিচের স্তরে সমঝোতা সবটা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে এবার বদলেছে পরিস্থিতি। আর সেই কারণেই এক প্ল্যাটফর্মে আসতে হয়েছে বাম-কংগ্রেসকে।

এই প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী এও জানান, বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস কর্মীরা অত্যাচারিত বলেই এক জায়গায় এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ইন্ডিয়া' মঞ্চের সম্ভাবনা বাড়তে থাকায় এখন সুর বদলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজের হারানো বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরে পেতে এখন ইন্ডিয়া জোটে আছি এই কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন মমতা।' অথচ, এই মমতাই কংগ্রেস দলকে ধ্বংস করার কথা বলছিল এবং কংগ্রেস ৪০টির বেশি আসন পাবে না। কিন্তু এখন তিনি বলছেন যে এর অর্থ কংগ্রেস দল এবং জোট ক্ষমতায় আসছে। এই প্রসঙ্গে অধীর এও বলেন, 'আমি ওঁকে বিশ্বাস করি না। জোট ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন তিনি। তিনি বিজেপির দিকেও যেতে পারেন।'

এর পাশাপাশি মমতাকে কটাক্ষ করে অধীর এও বলেন, 'চতুর্থ দফা নির্বাচনের পর থেকে তৃণমূল নেত্রী বলতে শুরু করেছেন যে তিনি 'ইন্ডিয়া' জোটের অংশ। বৃহস্পতিবার হলদিয়ার সভা থেকেও তিনি দাবি করেছেন যে তিনি নাকি 'ইন্ডিয়া' তৈরি করেছেন!' এরই সূত্র ধরে মমতাকে আক্রমণ করে অধীর বলেন, 'জাতীয় স্তরে 'ইন্ডিয়া' তৈরি হওয়ার পর প্রথম পালান বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তারপর আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্টো দিকে এই 'ইন্ডিয়া'-জোটের সঙ্গে থাকায় থেকে জেলে যেতে হয়েছে দুই মুখ্যমন্ত্রীকে। একজন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অন্য জন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। কে সুবিধাবাদী তা ভারতের মানুষ দেখতে পারছে।' সঙ্গে এও বলেন, 'হাওয়া উল্টো দিকে বইছে তাই সুর বদলেছেন মমতা। ইট পেতে রাখতে চাইছেন তিনি।'

এবার প্রথম লোকসভা নির্বাচনে এরাজ্যের আসন সমঝোতা করেছে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট। ২০১৬ এবং ২০২১'র বিধানসভা নির্বাচনের আসন সমঝোতা হলেও এরাজ্যে লোকসভায় আগে কখনও কংগ্রেসের সঙ্গে বামফ্রন্টের আসন সমঝোতা হয়নি। এবার রাজ্যের ৪২টি লোকসভা আসনেই এই সমঝোতা হয়েছে। এই প্রসঙ্গ টেনে অধীর চৌধুরী এও বলেন, 'আগে দেশ এবং সংবিধানকে বাঁচাতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতা বাঁচাতে হবে। সেই জায়গায় বামেদের সাথে আমাদের রাজনৈতিক ঐক্য আছে। আমরা এবং বামপন্থীরা অত্যাচারিত। আমরা উভয়েই অত্যাচারের শিকার। সময় আমাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে।'

তিনি ব্যারাকপুরের 'শের', দাবি বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে বুধবার ব্যারাকপুরে রোড শো করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রোড শোয়ের শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংকে তিনি আক্রমণ করেন। অভিষেক বলেন, 'অর্জুন সিং তৃণমূলে থাকাকালীন খাঁচায় বন্দি ছিল। ব্যারাকপুরও শান্ত ছিল।' পাশাপাশি অর্জুন সিং-কে ইঁদুর বেড়াল বলেও কটাক্ষ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং নিজেকে 'শের' বলে দাবি করলেন। অর্জুনের কথায়, এঁদেরকে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তিনিই রাখেন। তিনি মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করেন। পুরানো স্মৃতি তুলে ধরে অর্জুন সিং বলেন, বাম জমানায় ভাটপাড়া কেন্দ্র থেকে জিতে একাধিকবার তিনি বিধায়ক হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ২০০৬ সালে বিরোধী দলের তকমা অর্জনের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল। ২৩৫ আসন নিয়ে সেবার বামেদের জয়লাভ করার কয়েকদিন বাদে ভাটপাড়া কেন্দ্রে ভোট হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি সেবার ভাটপাড়া কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেছিলেন। অভিষেকের খাঁচায় বন্দি কটাক্ষ নিয়ে তাঁর বক্তব্য, বিজেপিতে থাকাকালীন তাঁকে তৃণমূলে যোগ দিতে বলেছিলেন অভিষেক ও ডেরেক ও ব্রায়েন। এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিজে ফোন করেছিলেন। আজকে উনি (অভিষেক) বলছেন, দলে নিয়ে নাকি তাঁকে খাঁচায় বন্দি করে রেখেছিলেন। খাঁচায় বন্দি করে রাখায় নাকি ব্যারাকপুর শান্ত ছিল। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, তাহলে পুলিশ কমিশনারের অফিসের অদূরে একজন স্বর্ণ ব্যবসায়ীর ছেলে কীভাবে খুন হল? টিটাগড়ে ১০ জন লোক কেন খুন হলেন। ব্যারাকপুর জুড়ে মাদক দ্রব্যের রমরমা করবার চলছে। তাহলে ব্যারাকপুর শান্ত কোথায় ? প্রশ্ন অর্জুনের। বিজেপি প্রার্থীর কথায়, 'তৃণমূলে থাকলে তিনি ভালো ছেলে। তৃণমূল ছাড়লেই তিনি নাকি খারাপ হয়ে যান।'

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রচারে এসে দু'লক্ষ ভোটে জেতার আওয়াজ তুলেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন তিনি বলেছিলেন, দু'লক্ষের একটা ভোট কম পেয়ে প্রার্থী জিতলে নাকি তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। সেবার তো তৃণমূল প্রার্থী তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। তবুও তো অভিষেক রাজনীতি ছাড়লেন না ? পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে প্রশ্ন তুললেন পদ্ম প্রার্থী অর্জুন সিং।

সরকারিকর্মীরা বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা পাবেন এই মাসেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি নিয়ে খুশির খবর শুনিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২১ ডিসেম্বর কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের বড়দিনের এক অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যের সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা ৪ শতাংশ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই সেই বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা হাতে পাচ্ছেন রাজ্যের সরকারি কর্মীরা। একইসঙ্গে এদিনের এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের সরকারি কর্মীদের নিজের পরিবার বলে দাবি করতেও শোনা যায়। এর পাশাপাশি তিনি এও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাঁদের সুখ, দুঃখ, আপদে, বিপদে পাশে থাকবেন।

এদিকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার দাবিতে অনড় ছিলেন সরকারি কর্মীদের একটা বড় অংশ। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চও এই দাবিতে আন্দোলন করে। এরপর রাজ্য বাজেটের দিনও সরকারি কর্মীদের আরও চার শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। এরপর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, বর্ধিত এই ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা কবে পাবেন সরকারি কর্মচারীরা? তবে এই বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ সহ বেতন মিলবে মে মাস থেকে, বাজেটের দিন এমনটাই বলা হয়। অর্থাৎ অতীতের বর্ধিত ১৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতাও অ্যাকাউন্টে ঢুকবে। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির এই ঘোষণার ফলে সবথেকে বেশি উপকৃত হতে চলেছেন বিসিএস ক্যাডারের কর্মীরা। তাঁদের মধ্যে সবথেকে উঁচু পদ 'সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি'। এই পদে কর্মরতদের বেসিক হয় ১ লাখ ৯০ হাজারের কাছাকাছি। ৪ শতাংশ বর্ধিত ডিএ হাতে পাওয়া মানে তাঁদের হাতে প্রায় ৮০০০ টাকা বাড়তি বেতন ঢুকবে। অন্যান্য রাজ্য সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রে গড়ে ৮০০ টাকা করে বাড়বে। রাজ্যের সরকারি কর্মীদের জন্য মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধির কথা মমতা বন্দেয়াপাধ্যায় ঘোষণা করার পরেই খুশি হন সরকারি কর্মচারিদের একাংশ।

ভোটের ফল বের হলে অভিষেকের মুখ থেকে আওয়াজ বের হবে না: সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে বৃহস্পতিবার বিকেলে রোড শো করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এদিন পলতা বাস স্ট্যান্ড থেকে রোড শো শুরু হয়ে ব্যারাকপুর চিড়িয়া মোড় পর্যন্ত গিয়ে রোড শো শেষ হয়। হুড খোলা গড়িতে চেপে প্রার্থী অর্জুন সিং-কে সঙ্গে নিয়ে তিনি রোড শো-তে অংশ নেন। রোড শো শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখন বড় বড় কথা বলছে। ভোটের ফল বের হলে অভিষেকের মুখ থেকে আওয়াজ বের হবে না।' তাঁর কটাক্ষ, 'বাংলায় একটা মোটাসোটা ইঁদুর আছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সি সেই ইঁদুরটাকে আগে খাঁচায় বন্দি করবে। আর লোকসভা ভোটের পর তৃণমূল দলটাই উঠে যাবে।' সুকান্ত মজুমদারের কথায়,'গতবার অর্জুন সিং ১৪ হাজার ভোটে জিতেছিলেন। এবার ১ লক্ষ ১৪ হাজার ভোটে জিতে অর্জুন সিং দিল্লি যাবেন।'

এদিন যুবরাজ অভিষেককে বিধানসভা নির্বাচনে ব্যারাকপুর থেকে লড়াই করার চ্যালেঞ্জ জানালেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ব্যারাকপুর থেকে ভাইপোকে লড়ে জিতে দেখানোর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন অর্জুন সিং। তবে ভাইপো জিতে গেলে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার কথাও বললেন গেরুয়া প্রার্থী। বিজেপি প্রার্থী বলেন, 'ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে ভাইপো লড়লে আনন্দ পেতাম। কিন্তু সময় চলে গিয়েছে সেটা সম্ভব নয়। তাহলে আগামীদিনে ব্যারাকপুর কেন্দ্র উনি লড়াই করুক। অন্যথায় বিধানসভা নির্বাচনে উনি ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে লড়াই করুন।' তাঁর কটাক্ষ, 'পিসির সরকার চলে গেলে অভিষেক লড়াই করতে পারবেন না। অভিষেক বাংলা ছেড়ে আমেরিকা পালিয়ে যাবেন।'

খড়দার বন্দিপুরে নির্মীয়মাণ বেসরকারি স্কুলে দুষ্কৃতী তাণ্ডব!

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নির্মীয়মাণ একটি বেসরকারি স্কুলে বোমা মেরে গেটের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের অভিযোগ উঠল। স্কুলটি খড়দা বিধানসভার বন্দিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে। অভিযোগ, স্কুলের ভিতরে ঢুকে কয়েকটি সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে দেয় তারা। ঘটনায় আতঙ্কিত স্কুলের কর্মীরা। তদন্ত শুরু করেছে রহড়া থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, বহুদিন ধরেই কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে 'সেন্ট্রাল পয়েন্ট' নামে একটি বেসরকারি স্কুল নির্মাণের কাজ চলছে। স্থানীয়রা জানান, ইদানিং রাতের অন্ধকারে স্কুলের জমিতে মাটি ফেলা হচ্ছে। মাটি ফেলা নিয়ে হয়তো স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদের জেরে এই ঘটনা, দাবি স্থানীয়দের। স্কুলের দেখভালের দায়িত্বে থাকা গোপাল সাউ জানান, বুধবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ তিন গাড়ি মাটি ফেলে গাড়ি বেরিয়ে যায়। মাটি নিয়ে চতুর্থ গাড়ি আসতেই একটা চার চাকা গাড়ি এসে গেটে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে দু'চার জন নেমে গালাগালি করে গেট খুলতে বলে। গেট না খোলায় ওরা চলে যায়। গোপালের অভিযোগ, ১০ মিনিট বাদে পায়ে হেঁটে এসে ১০-১২ জন যুবক স্কুলে হানা দেয়। প্রথমে ওরা স্কুল গেটের সামনে একটা বোমা মারে। তারপর গেটের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে চারটে সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে দেয়। দুটো সিসিটিভি ক্যামেরা ওরা খুলে নিয়ে যায়। তাঁর দাবি, কিছুক্ষন ওরা হার্ড ডিস্ক খোঁজাখুঁজি করে। সেটা না পেয়ে ওরা চলে যায়। খবর পেয়ে মাঝরাতেই স্কুলে আসে রহড়া থানার পুলিশ। এই ঘটনা নিয়ে বন্দিপুর পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান প্রসেনজিৎ সাহা জানান, শুনেছি মাটি ফেলা নিয়ে এলাকার ছেলেদের সঙ্গে স্কুলের লোকজনের ঝামেলা হয়েছিল। স্কুলের ভেতরে থাকা পুকুর রাতের অন্ধকারে মাটি ফেলে ভরাট করা নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে।

স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠল এনকেডিএ-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান দেবাশিস সেনের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকারি জায়গা নিয়ে স্বজনপোষণের অভিযোগে নাম জড়াল এনকেডিএ-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান দেবাশিস সেনের। মেলা ও দুর্গাপুজো করার জন্য বিধি ভেঙে নিজের স্ত্রীকে সরকারি মেলা গ্রাউন্ড পাইয়ে দেওয়া-সহ নানা সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের নির্দেশ, দুর্গাপুজো ও মেলা করার জন্য মামলাকারীর আবেদন খতিয়ে দেখতে হবে এনকেডিএ-কে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মামলাকারী বরুণ বিশ্বাস অভিযোগ করেছেন, তিনি মেলার জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে মাঠ দেওয়া হয়নি। এদিকে নিজের স্ত্রীকে ৩ লক্ষ টাকার মাঠ মাত্র ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে ব্যবহার করতে দিয়েছেন।

মামলা চলাকালীন প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, মামলাকারী যা অভিযোগ করছেন, তার যদি ২০ শতাংশ সত্যি হয় সেটাও যথেষ্ট গুরুতর। কোন নিয়মে সরকারি জমি ৩ লক্ষ টাকার জায়গায় ৩০ হাজার টাকায় দিয়েছেন তাঁর ব্যাখ্যা অভিযুক্তকে দিতে হবে।

এরই পাশাপাশি প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞান এও বলেন, কেউ চেয়ারম্যান থাকলে তাঁর পরিবার আবেদন করতেই পারেন না। এই প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'উনি অবসর নিয়েছেন। এরপর রাজ্য তাঁকে আরও একটা অ্যাসাইমেন্ট দিয়েছে। এই গুলো রাজ্যের প্রাইম এরিয়া। এতে জনগণের অধিকার রয়েছে।'

অন্য দিকে, এনকেডিএ-র আইনজীবী জিষ্ণু চৌধুরী আদালতে সওয়াল করেন, 'এটা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা হলে আমরা উত্তর দেব।' সঙ্গে এও বলেন, 'মামলাকারী কখনই বলেননি যে এলাকায় পুজো হয় সেখানে পুজো করবেন। হিডকো বাতিল করে দেয় কারণ একই চত্বরে অন্য অনেক পুজো হয়। শুধুমাত্র তাকেই অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না এটা তাঁর ভুল ভাবনা।'

এরপরই প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হচ্ছে সেটা যদি সত্যি হয় এবং অন্যজন আবেদন করা সত্ত্বেও যদি নিজের স্ত্রীকে ওই জমি দিয়ে থাকেন, তাহলে সেটা ইন্টারেস্ট অফ কনফ্লিক্ট।' এরই রেশ ধরে প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, আপাতত এই মামলায় আবেদনকারী দুর্গাপুজো ও মেলা করার জন্য যে সব আবেদন করেছেন তার অনুমতি দেওয়ার বিষয় খতিয়ে দেখতে হবে এনকেডিএ-কে।

সন্দেশখালি নিয়ে প্রিয়াঙ্কার আর্জিতে 'না' হাইকোর্টের, সিবিআই-য়ের দ্বারস্থ হতে পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালিতে বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালের স্টিং ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে সন্দেশখালির নারী নির্যাতনের ঘটনা ভুয়ো। যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা 'একদিন' সংবাদ পত্র যাচাই করেনি। এরপরেও সন্দেশখালি নতুন একটি ভিডিয়ো ঘিরে তরজা শুরু হয়েছে। যে ভিডিয়োতে আন্দোলনকারী হিসেবে রাষ্ট্রপতির কাছে কাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন সন্দেশখালির বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। ভাইরাল ভিডিয়ো, অভিযোগ- পাল্টা অভিযোগ ঘিরে সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতনের কোন অভিযোগ কতটা সত্য তা নিয়ে জনমানসে ধন্দ্ব তৈরি হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ধর্ষণের মামলা তুলতে সন্দেশখালির মহিলাদের উপর জোর খাটাচ্ছে তৃণমূল, এমনটাই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন বিজেপি কর্মী এবং আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। মামলার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি খারিজ করে করে দিল হাইকোর্ট।

প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চ জানিয়েছে, এই মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালকে সিবিআইয়ের দ্বারস্থ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'ম্যাডাম, আমরা তদন্তকারী সংস্থা নই। বিষয়টি সিবিআই তদন্ত করছে, তাই দয়া করে সিবিআইয়ের কাছে গিয়ে আপনার সমস্যাগুলি জানান, আমাদের কাছে নয়।'

প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল হাইকোর্টে জানিয়েছিলেন, বর্তমানে চাপে পড়ে পথে নেমেছেন সন্দেশখালির মহিলারা। রাত জেগে একসঙ্গে পাহারা দিচ্ছেন। এই চাপ দেওয়ার ঘটনা পুলিশ করছে, না কোনও রাজনৈতিক কর্মী করছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তায় কোনও আলো নেই। সিসিটিভিও ঠিকভাবে কাজ করছে না। মামলার যাতে দ্রুত শুনানি হয়, সেই আবেদন জানান তিনি। কিন্তু হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, যেহেতু বর্তমানে সিবিআই তদন্ত করছে, তাই বিষয়টি নিয়ে সিবিআইয়ের কাছেই আবেদন জানাতে হবে।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে সন্দেশখালির পরিস্থিতি নতুন মোড় নিয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়ার অভিযোগ উঠে এসেছে। উদ্ভূত সেই পরিস্থিতির মাঝেই রাতে গ্রামের মহিলাদের ঝাঁটা হাতে রাস্তায় নামতে দেখা গিয়েছিল। একেবারে রাত-পাহারায় বসে পড়েছিলেন মহিলারা। এরপর বুধবার প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল সন্দেশখালিতে নিজে যান স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে।

হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত স্বস্তিতে সন্দেশখালির বিজেপি কর্মী পিয়ালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টের নির্দেশে স্বস্তিতে সন্দেশখালির বিজেপি কর্মী পিয়ালি দাস ওরফে মাম্পি। তাঁর বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে নতুন করে কোনও আবেদন এখনই করছে না রাজ্য পুলিশ। আদালত সূত্রে খবর, তাঁর মামলাটির শুনানি হবে শুক্রবার। এদিকে, বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের মামলার শুনানিও হাইকোর্টে হবে শুক্রবার।

সন্দেশখালির বিজেপি কর্মী পিয়ালির বিরুদ্ধে সাদা কাগজে সন্দেশখালির মহিলাদের দিয়ে সই করিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছিল। মঙ্গলবার তিনি আগাম জামিন চেয়ে বসিরহাট মহকুমা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আদালত জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়ে তাঁকে সাত দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়। পিয়ালির গ্রেপ্তারি বেআইনি দাবি করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর আইনজীবী।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে মাম্পির গ্রেপ্তারের ঘটনায় মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিচারপতি সেনগুপ্তের বেঞ্চ বৃহস্পতিবার বসেনি। তাই বিচারপতি অমৃতা সিংহের বেঞ্চে মামলাটি গিয়েছে। আদালতে মাম্পির আইনজীবীব অভিযোগ ছিল, বেআইনিভাবে মাম্পিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর আশঙ্কা, পুলিশি হেপাজতে রেখে আবার নতুন মামলা দিয়ে মাম্পিকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। যদিও উচ্চ আদালত আশ্বাস দিয়েছে নিম্ন আদালতে সেই আবেদন এখনই করছে না রাজ্য পুলিশ। শুক্রবার বিচারপতি সেনগুপ্তর এজলাসে শুনানি না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ কোনও আবেদন করবে না।

প্রসঙ্গত, সন্দেশখালি কাণ্ডে একের পর এক অভিযোগ আসায়, তাতে পিয়ালির নাম জড়ানোয় গ্রেপ্তারি এড়াতে বসিরহাট আদালতে আত্মসমর্পণ করে অগ্রিম জামিন নিতে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আদালত তাঁকে সাত দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

সম্পাদকীয়

সমস্যা হয়, যখন গোষ্ঠী তার নেতা নির্বাচন করেই দায় সেরে ভাবে যে নেতাই সব করবেন

যে মানুষরা খেত-খামার, চা-বাগান, চটকল, ইটভাটায় উদয়াস্ত দিনমজুরি করেন, যাঁরা বিড়ি, জরির কাজ করেন, কিংবা পাঁচ বাড়ি দৌড়ে-বেড়ানো ‘কাজের লোক’, আনাজ বিক্রেতা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আশা কর্মী, বা মিড-ডে মিল কর্মী, তাঁদের কথা শোনার কেউ নেই। অথচ, এঁদের বলার কথা অজস্র। প্রত্যেকটিই জরুরি কথা। শোষণ-বঞ্চনার, অত্যাচার-অবিচারের কাহিনি। এ সব তাঁদের নিজেদেরই বলতে হবে, শোনাতে হবে। তা না হলে তাঁরা কেবল শাসক দলের ভোটব্যাঙ্ক হয়ে থেকে যাবেন। ৫০০-১০০০ টাকার ‘বেনিফিশিয়ারি’ বা সুবিধাভোগী হয়ে, অধিকারভোগী হয়ে নয়। কেন একই কাজে ছেলে ও মেয়ের মজুরির এত তফাত, এমনকি কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্রেফ অর্ধেক? কেন যথেষ্ট শৃঙ্খলা, দক্ষতা, দায়িত্ববোধের সঙ্গে কাজ করেও মেয়েরা চিরকালের কম পয়সার ‘শিক্ষানবিশ’? কখনও শুনেছেন চটকলে মেয়ে সুপারভাইজার-এর কথা? তাঁরা তো অধিকাংশ স্থায়ী কাজই পান না। শুনেছেন কোনও মেয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন? ‘হেল্পার’-এর কাজ করে তাঁরা জীবন কাটান। খাবার দোকানের মতো কিছু ব্যবসা ছাড়া মেয়েরা কতগুলি স্বাধীন ব্যবসায় মূল দায়িত্বে রয়েছেন? আজন্ম এত বৈষম্যের মাঝে থেকে মেয়েরা স্বাধীন ভাবে নিজেদের কথা বলবেন কী করে? তবে স্বাতী ভট্টাচার্য বলেছেন, জনগোষ্ঠী প্রতিনিধি বা নেতা তৈরি করেন না, নেতাই নিজস্ব জনগোষ্ঠী তৈরি করেন। এখানে বলার আছে। এই প্রক্রিয়াটি পরস্পরের পরিপূরক; দু’জনই দু’জনকে তৈরি করেন। নেতা হয়ে ওঠার প্রস্তুতি পর্বে এক জন নানা সমস্যার সঙ্কটে আগে এসে সামনে দাঁড়ান, মানুষকে জড়ো করেন। মানুষ তখন জড়তা কাটিয়ে এগিয়ে আসেন, প্রতিবাদ সংগঠিত হয়। মানুষ জয়ের মুখ দেখেন, বা তার খুব কাছে পৌঁছে যান। আবার, নেতার সব জোরেই তো এই সম্মিলিত জনশক্তির। না হলে নেতা কোথায়? সমস্যা হয়, যখন গোষ্ঠী তার নেতা নির্বাচন করেই দায় সারে। ভাবে, এ বার নেতাই সব করে দেবেন।

জন্মদিন

আজকের দিন

পঙ্কজ উদাস

১৯৫১ *বিশিষ্ট গজল গায়ক পঙ্কজ উদাসের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৯২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কৌশানি মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

আজ বিশ্ব টেলিকমিউনিকেশন দিবস

ডায়মন্ড হারবার থেকে শুরু হওয়া আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা আজ নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ডিজিটাল ও বিকশিত ভারতে সমাদৃত

প্রদীপ মারিক

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবসের উদ্দেশ্য হল কীভাবে তথ্য ও যোগাযোগ সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে সে সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। সেই ধারনার উন্মুক্ত দিশারী বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মোদির প্রচেষ্টায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র ভারতবর্ষ ডিজিটাল উদ্ভাবন থেকে বিকশিত ভারতে পরিণত। টেলি যোগাযোগ ধারণাটি হল ব্যক্তি তথা সমগ্র দেশের পূর্ণ উদ্ভাবন সম্ভাবনা পৌঁছানোর জন্য তথ্য এবং জ্ঞান তৈরি, অ্যাক্সেস, ব্যবহার এবং ভাগ করে নিতে সহায়তা করা। ইউনেস্কোর মতো সংস্থাগুলি এই দিবসের লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে সক্রিয়ভাবে বিশ্বের নাগরিকদের উৎসাহিত করছে। ভারতে টেলিকমিউনিকেশনের সূচনা হয় টেলিগ্রাফির প্রবর্তনের মাধ্যমে। ভারতীয় ডাক ও টেলিকম সেক্টর বিশ্বের প্রাচীনতম সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি। ১৮৫০ সালে, কলকাতা এবং ডায়মন্ডহারবারের মধ্যে প্রথম পরীক্ষামূলক বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ লাইন চালু হয়। মোদির প্রচেষ্টায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ‘ডিজিটাল উদ্ভাবন, টেকসই উন্নয়ন’ প্রতিপাদ্যে পালিত হবে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস ২০২৪ হিসাবে। বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস ১৯৬৯ সালে শুরু হয়েছিল, বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের চ্যালেঞ্জগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে, জাতিসংঘ উদযাপনটিকে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সোসাইটি দিবসে প্রসারিত করেছে। এর উদ্দেশ্য হ’ল ইন্টারনেট এবং অন্যান্য প্রযুক্তি কীভাবে সমাজ এবং অর্থনীতিকে উপকৃত করতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে, ডিজিটাল বিভাজনের সেতুবন্ধন করতে পারে সে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ১৭ই মে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, জন-কেন্দ্রিক তথ্য সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে বিশ্বব্যাপী একত্রিত হওয়ার একটি অর্থবহ সুযোগের প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংযোগ-কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের প্রতীকী সময় ডিজিটাল ইক্যুইটির দিকে অগ্রাধিকার পুনরুদ্ধার করার নিখুঁত সুযোগ উপস্থাপন করে, একটি মানবাধিকার হিসাবে অ্যাক্সেসের জন্য গভীর উপলব্ধি বৃদ্ধি করে এবং একটি ন্যায্য ডিজিটাল ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদ প্রকাশ করে। ইনফরমেশন সোসাইটির বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন যেমন সার্বজনীন অধিকারের উপর ভিত্তি করে উন্নয়নের জন্য উচ্চাকাঙ্খী লক্ষ্য নির্ধারণ করে, বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস সম্মিলিত আশাকে পুনর্নবীকরণ করে এবং এমন একটি সমাজ তৈরি করার আমাদের ভাগ করা ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করে যেখানে কেউ পিছিয়ে থাকবে না। এই বিশেষ দিনে একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে, আমরা সংহতির চেতনা জাগিয়ে তুলতে পারি যা প্রযুক্তির সম্ভাবনায় ভরপুর একটি ভবিষ্যতের সূচনা করে যা সকল মানুষকে ক্ষমতায়ন এবং সংযুক্ত করতে পারে। ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সোসাইটি দিবস হল একটি আন্তর্জাতিক দিবস যা ২০০৬ সালের নভেম্বরে তুরস্কের আন্টালিয়ায় আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন প্লেনিপোটেনশিয়ারি কনফারেন্স দ্বারা ঘোষিত হয়, যা প্রতি বছর ১৭ মে পালিত হয়। ১৮৬৫ সালের ১৭ ই মে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠার স্মরণে দিনটি আগে ‘বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস’ হিসাবে পরিচিত ছিল। এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য হ’ল ইন্টারনেট এবং নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে আনা সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এটি ডিজিটাল বিভাজন কমাতে সাহায্য করার লক্ষ্যও রাখে। প্রাচীন যুগে মানুষ দুরে অবস্থানকারী কোনো মানুষের সাথে ধোঁয়ার সংকেত দিয়ে বা ঢোল বাজিয়ে যোগাযোগ করত। আফ্রিকা, নিউ গিনি এবং দক্ষিণ আমেরিকার স্থানীয় উপজাতিরা ঢোল বাজিয়ে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করত। চিন ও উত্তর আমেরিকার অধিবাসীরা ধোঁয়ার সংকেত দিয়ে দূরে খবর পাঠাত। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে মেসোপটেমিয়ায় এমনই এক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মালির আক্কাদিয়ান নগরীতে আলোক সংকেতের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করত। ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি পদার্থবিদ জাঁ-আন্তোয়িন নুলে বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিশন উদ্ভাবন করেন। ১৭৯২ সালে ক্লদ শাপে নামে একজন ফরাসি প্রকৌশলী প্রথম দৃশ্যমান টেলিগ্রাফ যন্ত্র তৈরি করেন যা লিল ও প্যারিস এর মাঝে সংযোগ স্থাপন করে। এ ক্ষেত্রে সেমাফোর পদ্ধতি ব্যবহৃত হত। সেমাফোর পদ্ধতিতে দুটি পতাকার বিভিন্ন অবস্থানের মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণ নির্দেশ করে সংকেত পাঠানো হয়। লিল থেকে প্যারিস পর্যন্ত স্থাপিত প্রথম সংযোগটি পরে স্ট্রাসবার্গ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। ১৭৯৪ সালে সুইডিশ প্রকৌশলী আব্রাহাম এডেলক্রান্টজ সামান্য ভিন্ন একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্টকহোম থেকে ড্রটিংহোম পর্যন্ত সংযোগ স্থাপন করেন। শাপে-র যন্ত্রে কপিকলের মাধ্যমে কাঠের তক্তা ঘওরার ব্যবস্থা ছিল। অপরদিকে ক্রান্টজের যন্ত্রে কেবল হালকা শাটার ব্যবহৃত হওয়ায় এর গতি ছিল বেশি। কিন্তু সেমাফোর পদ্ধতি ব্যবহার করে যোগাযোগ করা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া অসম্ভব ছিল। এছাড়াও অল্প দূরত্ব (১০-৩০ কি.মি.) পরপর টাওয়ার নির্মাণের বিশাল খরচের কারণে ১৮৮০ সালের পর থেকে বাণিজ্যিকভাবে এ যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। টেলিযোগাযোগ বলতে মূলত বোঝায় প্রযুক্তি ব্যবহার করে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে দূরবর্তী কোনো স্থানে সংকেত তথা বার্তা পাঠানো। এই যোগাযোগ তারের মাধ্যমে অথবা তারবিহীন প্রযুক্তি ব্যবহার করেও হতে পারে। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে দূর পাল্লার যোগাযোগ প্রচলিত হয়। পরবর্তীতে তারযুক্ত ও তারহীন বার্তা প্রেরণের হরেক মাধ্যম বিবর্তিত হয়েছে। টেলিফোন বা রেডিও যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বর্তমানে বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে তড়িচ্চুম্বক তরঙ্গ পাঠানো হচ্ছে। এ যুগে টেলিযোগাযোগ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত এবং এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত যন্ত্র যেমন টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন এবং ওয়াকিটকি সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। এ সকল যন্ত্রকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক রয়েছে। যেমন, পাবলিক টেলিফোন নেটওয়ার্ক, বেতার নেটওয়ার্ক, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং টেলিভিশন নেটওয়ার্ক। ইন্টারনেট এর মাধ্যমে একটি কম্পিউটারের সাথে আরেকটি কম্পিউটারের সংযোগ স্থাপনও একপ্রকার টেলিযোগাযোগ। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মূল অংশগুলো হলো তিনটি, ট্রান্সমিটার বা প্রেরণযন্ত্র। এটি বার্তাকে প্রচার উপযোগী সংকেতে পরিণত করে। ট্রান্সমিশন মিডিয়াম বা প্রচার মাধ্যম। যার মধ্য দিয়ে সংকেত বা সিগনাল পাঠানো হয়। যেমন বায়ু। রিসিভার বা গ্রাহকযন্ত্র , এটি সংকেত গ্রহণ করে এবং সংকেতকে ব্যাবহারযোগ্য বার্তায় পরিবর্তন করে। রেডিও সম্প্রচার শুরু হয় ভারতবর্ষে টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে। রেডিও সম্প্রচারটি ১৯২৭ সালে শুরু হয়েছিল তবে ১৯৩০ সালে এটি রাষ্ট্রের দায়িত্বে পরিণত হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে এটির নাম দেওয়া হয় সর্বভারতীয় রেডিও এবং ১৯৫৭ সাল থেকে এটি আকাশবাণী নামে পরিচিত। ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক সংস্কারের আগে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক টেলিভিশন চ্যানেল দূরদর্শন সহ অডিও-ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতিটির মালিকানাধীন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। ১৯৯৭ সালে, প্রসার ভারতী আইনের অধীনে জনসেবা সম্প্রচারের যত্ন নিতে প্রসার ভারতীর নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং দূরদর্শন, যারা এর আগে আই অ্যান্ড বি মন্ত্রকের অধীনে মিডিয়া ইউনিট হিসাবে কাজ করত তারা সংস্থাটির উপাদান হয়ে ওঠে। ১৯৯৯ সালে নতুন টেলিকম নীতি ঘোষণার আগে, কেবলমাত্র সরকারের মালিকানাধীন বিএসএনএল এবং এমটিএনএলকে দিল্লী ও মুম্বাইতে এমটিএনএল এবং বিএসএনএল দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সার্ভিস দিয়ে ভারতে তামার তারের মাধ্যমে স্থল-লাইন ফোন পরিষেবা সরবরাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ধাপে ধাপে টেলি যোগাযোগ উন্নতি ঘটে, ১৯৬৯ সালে ইউনিয়নের ভূমিকা ও কার্যক্রম, ১৯৭০ সালে টেলিযোগাযোগ এবং প্রশিক্ষণ, ১৯৭১ সালে মহাকাশ ও টেলিযোগাযোগ, ১৯৭২ সালে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক, ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা,১৯৭৪ সালে টেলিযোগাযোগ এবং পরিবহন থেকে ২০০৮ সালে আইসিটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপকার সুনিশ্চত করে। ২০০৯ সালে শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তা রক্ষা করা, ২০১০ সালে আইসিটি শহুরে জীবনকে উন্নত করে, ২০১১ সালে আইসিটি গ্রামীণ জীবনকে উন্নত করে, ২০১৩ সালে আইসিটি এবং সড়ক নিরাপত্তার উন্নতি, ২০১৪ সালে ব্রডব্যান্ড টেকসই উন্নয়ন প্রচার করে, ২০১৫ সালে টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের চালিকাশক্তি, ২০১৬ সালে আইসিটি উদ্যোক্তা প্রচার এবং সামাজিক প্রভাব প্রসারিত করে, ২০১৭ দলে বিগ ডেটা বিকাশ এবং প্রভাব বিস্তার করে, ২০১৮ সালে সমস্ত মানবজাতির সুবিধার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঠিক ব্যবহার প্রচার করা হয়, ২০১৯ সালে মানককরণের ব্যবধানকে সংকুচিত করা, ২০২০ সালে সংযোগ লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের প্রচারের জন্য ICT ব্যবহার করা, ২০২১ সালে চ্যালেঞ্জিং সময়ে ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করা, ২০২২ সালে বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং আবার স্বাস্থ্য যদিও টেলিযোগাযোগ দিবসের জন্য কোনো নির্দিষ্ট প্রতীক নেই, ইউনেস্কো এই দিনটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা দেখানোর জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ছবি ব্যবহার করে। এই চিহ্নগুলি দৃশ্যত আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের বিশ্ব গঠনে তথ্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত প্রযুক্তির দিক থেকে অনেক উন্নত। ডিজিটাল ইন্ডিয়া হল উন্নত অনলাইন পরিকাঠামো এবং ইন্টারনেট সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিকদের কাছে ইলেকট্রনিকভাবে তার পরিষেবাগুলি উপলব্ধ করার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক চালু করা একটি প্রচারাভিযান । এই উদ্যোগে গ্রামীণ এলাকাগুলিকে উচ্চ-গতির ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে ।এটি তিনটি মূল উপাদান নিয়ে গঠিত নিরাপদ এবং স্থিতিশীল ডিজিটাল অবকাঠামোর উন্নয়ন, ডিজিটালভাবে সরকারি পরিষেবা প্রদান এবং সর্বজনীন ডিজিটাল সাক্ষরতা। ডিজিটাল ইন্ডিয়া ১ লা জুলাই ২০১৫-এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চালু করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য গ্রামীণ এলাকাগুলিকে উচ্চ-গতির ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করা এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা উন্নত করা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে যেসব সুবিধা প্রদান করা হবে সেগুলো হল ভারত, ডিজিটাল লকার, ই-শিক্ষা, ই-স্বাস্থ্য, ই-সাইন, ই-শপিং এবং জাতীয় বৃত্তি পোর্টাল । শুধু মুখের কথা নয় মোদি দেখিয়ে দিলেন তিনি যা বলেন তাই তিনি ভারতবাসীর জন্য করে দেখান। এবার বাজেটে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথমত, গবেষণার অর্থভাণ্ডার তৈরি করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জন্য একটা ডিজিটাল প্লাটফর্ম গড়ে তোলা হয়েছে, ‘টেক-স্যাভি’র মাধ্যমে। যা যুব প্রজন্মের জন্য এক স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করবে। দেশের যুবকদের নতুন প্রযুক্তি সমন্ধে সম্যক জ্ঞান জন্মাবে। উচ্চমানের পরিষেবা দেওয়া হবে অল্প খরচে, উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিশ্বকে নতুন পথ দেখাবে ভারত। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বলেছিলেন, জয় জওয়ান, জয় কিষাণ। অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন, জয় জওয়ান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান। নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ভারতিবাসীর সমোচ্চারিত কণ্ঠস্বর ‘জয় জওয়ান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান এবং জয় অনুসন্ধান’। শহর শহরতলী গ্রামের প্রত্যেক মানুষের বিকাশের লক্ষ্য তাদের উৎপাদন বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে ডিজাইনিং বিজ্ঞান যুক্ত করে স্টার্ট-আপের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে এই বাজেটে। এর ফলে প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হবে, অর্থনীতির ভাষায় যাকে সুইট স্পট বলা হয়ে থাকে। এই বাজেট ‘বিকশিত ভারতের’ চার স্তম্ভের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথমেই প্রাধান্য পেয়েছে যুব সম্প্রদায়। প্রশিক্ষিত হচ্ছে যুব সম্প্রদায়কে। জাতীয় শিক্ষানীতির জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার এসেছে। স্কিল ইন্ডিয়ায় যুব সম্প্রদায়কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বন্যপ্রাণী রক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য প্রযুক্তির উদ্ভাবনী শক্তির উপর বিশ্ববাসীর আগ্রহ। চন্দ্রপুর জেলায় মানুষ ও বাঘের সংঘর্ষ কমাতে artificial Intelligence অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সেখানে গ্রাম ও বনের সীমান্তে ক্যামেরা বসানো হয়েছে। যখনই কোনও বাঘ গ্রামের কাছাকাছি আসে, তখনই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের মোবাইলে একটি সংকেত সতর্ক বার্তা আসে। যাতে গ্রামবাসীরা বুঝতে পারে বাঘ এসেছে বলে। আর বনকর্মীরা চার দিকে ঘিরে ধরে বনের বাঘ কে আবার জঙ্গলে ফেরত পাঠায়। গুজরাটের ভাদোদরায় গবেষকরা কুমির-মানব সংঘর্ষ কমাতে সাহায্য করার জন্য ড্রোন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করেছেন। গবেষকরা আশা করেন যে প্রত্যেকটি কুমিরকে আলাদা ভাবে সনাক্ত করা যাবে। এর ফলে প্রতি বছর গুজরাটে বিশেষ করে ভাদোদরায় যে মানব জনজীবনের সাথে কুমিরের সংঘর্ষ হয় তা অনেকাংশে কমানো যাবে। বিশেষ করে অন্যান্য রাজ্যের শ্রমিকরা বিশ্বামিত্রী নদীতে স্নান করতে নেমে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তাদের কুমিরে ধরে। এছাড়াও, ভাদোদরার গ্রামীণ এলাকায় যার মধ্যে প্রায় ৯০-১০০ টি গ্রাম রয়েছে যেখানে গবাদি পশু চরানো হয়। এবং কৃষকরা প্রায়ই নদীগুলি অতিক্রম করে তাড়াতাড়ি পৌঁছনোর চেষ্টা করে এবং কুমিরের আক্রমণের শিকার হয়। গ্রামের মানুষরা তাই কুমির দেখলেই পাল্টা আক্রমণ করে বসে। গবেষক এবং বিজ্ঞানীরা ফিল্ডওয়ার্ক এবং অ্যালগরিদম এর মাধ্যমে ড্রোনের সাহায্য প্রত্যেকটি কুমিরকে বায়োমেট্রিক শনাক্তকরণ করে। কিন্তু এই কাজ মোটেও সহজ ছিল না। এই কাজটি করতে বিজ্ঞানীদের বাস্তুবিদ্যা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মিশ্রণ ঘটানোর প্রয়োজন হয়। ডায়মন্ডহারবার থেকে যে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল আজ মোদির হাত ধরে তা প্রথমে ডিজিটাল ইন্ডিয়া পরে বিকশিত ভারতে। ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষরা ফাইভ জি কালেকশন পাচ্ছে। এটাই তো টেলিযোগাযোগ ব্যাবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মোদিজির হাত ধরেই সমগ্র ভারতবাসী স্বপ্নের ভারতবর্ষ গড়ে তুলবেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অসহায় বৃদ্ধ দম্পতির বসতভিটা দখলের অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে, উদাসীন প্রশাসন

মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত অভিযোগ পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জোর করে অসহায় এক বৃদ্ধ দম্পতির বসতভিটা দখলের অভিযোগ উঠল ইংরেজবাজারের এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা আবার কাজীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য। অসহায় পরিবারটি নিজেদের তিনকাঠা জায়গা ফেরত পেতে পুলিশ ও প্রশাসনের দুয়ারে ঘুরে বেরোচ্ছেন। এমনকী পুলিশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগকারী পরিবারের এক প্রবীণ বৃদ্ধা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার ব্লকের কাজীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর ধানতলা এলাকায়। মালদা-মানিকচক রাজ্য সড়কের ধানতলা মোড়ের কাছেই জনৈক বৃদ্ধ ফারুক শেখের জমি দখল করেছে সংশ্লিষ্ট এলাকার এক তৃণমূল নেতা বলে অভিযোগ। গত দু'বছর ধরে স্থানীয় পুলিশের কাছে নালিশ জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। বর্তমানে দখল করা জায়গায় সীমানা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে নেওয়ার চেষ্টা চালায় অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেতা ও তার দলবল। প্রতিবাদ করায় ফারুক শেখ তার স্ত্রী দুলালী বিবি এবং তার ছেলে মণি শেখকে প্রাণনাশের হুমকিও দেয় ওই তৃণমূল নেতা ও তার দলবল বলে অভিযোগ।

অসহায় বৃদ্ধ ফারুক শেখ পেশায় দিনমজুর। তাঁর অভিযোগ, শুধু আমার জায়গায় নয়, আমার মতো এরকম অনেকেরই জায়গা দখল করছে লক্ষ্মীপুর এলাকার ওই তৃণমূল নেতা। এমনকী এলাকার এক সরকারি কর্মী হাসেন আলির জায়গাও জোর জবরদস্তি দখল করে রেখেছে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা। প্রাণভয়ে ওই সরকারি কর্মী পরিবার নিয়ে আত্মগোপন করে রয়েছেন। পুলিশের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। গত ৮ এপ্রিল আমাদের জায়গায় জবরদস্তি সীমানা পাঁচিল দেওয়ার কাজ করাতেই প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। তখনই ওই তৃণমূল নেতা দলবল নিয়ে আমাদেরকে প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। তারও সিসিটিভির ফুটেজ পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে। একই রকম ভাবে এলাকার আরো বেশ কিছু অসহায় মানুষের জায়গাও ওই তৃণমূল নেতা দখল করে রেখেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ফারুক শেখের ছেলে মণি শেখের অভিযোগ, আমাদের জমি বেআইনিভাবে দখল করেছে লক্ষ্মীপুর এলাকার ওই তৃণমূল নেতা। এমনকী ধানতলা মোড়ের রাজ্য সড়কের ধারে পিডাব্লুডির বেশ কিছুটা জায়গাও দখল করে রেখেছে অভিযুক্তরা। বর্তমানে কাজীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত তৃণমূল দলের ওই সদস্য এলাকায় বহিরাগতদের নিয়ে এক ছত্র দাদাগিরি চালাচ্ছে। অভিযুক্তের এমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির কাছেই লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।

এদিকে এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, লক্ষ্মীপুর এলাকার যে তৃণমূল নেতার কথা বলা হচ্ছে, উনি এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস দলের হয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটে নির্বাচিত হন। কিছুদিন আগে তৃণমূলে যোগ দেয়। অথচ ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে গত পঞ্চায়েতে নির্বাচনের সময় লক্ষ্মীপুর এলাকার তৃণমূল পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ হয়েছে। এই ঘটনার ব্যাপারে তৃণমূলের কালচার মানুষ বুঝতে পারছে। অসহায় মানুষের জমি দখল করা মোটেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা অসহায় ওই পরিবারের পাশে রয়েছি।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, ঘটনা কি ঘটেছে জানি না। তবে আইনের ঊর্ধ্বে কেউ যদি অন্যায় করে, দল কখনো বরদাস্ত করবে না। অন্যায় হলে পুলিশ তার ব্যবস্থা নেবে।

এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই কাজীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য তথা লক্ষ্মীপুরের তৃণমূল নেতার সাফ কথা, যে ধরনের অভিযোগ করা হচ্ছে তার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যদিও জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইংরেজবাজার থানাকে।

দিঘা যাওয়ার পথে মৃত্যু নদিয়ার চার যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: দিঘা যাওয়ার পথে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে ভয়ানক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল নদিয়ার ভীমপুর থানা এলাকার চার যুবকের। বৃহস্পতিবার সকালে ভীমপুর থানা মারফত খবর দেওয়া হয় মৃতদের পরিবারকে। ৪ যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নদিয়ার ভীমপুর থানার শিমুলিয়া এলাকায়। বুধবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ নদিয়ার ভীমপুর থানার শিমুলিয়া থেকে একটি চারচাকা গাড়ি করে দিঘার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় চার যুবক। বৃহস্পতিবার ভোররাতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে কলকাতাগামী একটি বেসরকারি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে মৃত্যু হয় চার যুবকের। দুর্ঘটনার পর দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় দুর্ঘটনাস্থল থেকে দেহগুলোকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। এদিকে মৃত্যুর খবর নদিয়ার ভীমপুরে আসতেই শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। দুর্ঘটনায় মৃত চারজনের নাম সুমন ঘোষ (২৮), তাপস কর্মকার (৩২), শুভম সাহা (২৮), শুভঙ্কর ঘোষ (২৫)। ইতিমধ্যেই মৃতদেহগুলোকে ময়নাতদন্তের পর বাড়ি নিয়ে আসার জন্য রওনা দিয়েছে পরিবারের লোকজন।

PUBLIC NOTICE

NOTICE is given by **Messrs. Sri Aranath Logistics Limited,** owner of entire Second Floor of the building at Premises No.12C, Bhagwan Mahavir Sarani (formerly known as Heysham Road, Calcutta), Kolkata-700020 (Said Floor) is unable to find the original Deed of Conveyance dated 8th day of March, 1995 made between The Bhowanipur Gujarati Education Society therein called the Vendor of the One Part and Messrs. Pranjal Tube Private Limited therein called the Purchasers of the Other Part and registered in the office of District Sub-Registrar-I, Alipore South 24 Parganas in Book No.I Volume No.15, Pages 122 to 144, Being No.491 for the year 1995 whereby the Bhowanipur Gujarati Education Society conveyed the said Floor to Messrs. Pranjal Tube Private Limited now known as Messrs. Sri Aranath Logistics Limited.
Any person having the aforesaid Deed is hereby given notice to send the same to the undersigned within 10 (ten) days from the date hereof.
The Police Complaint has been filed in Hare Street Police Station on 14th May 2024 and the said complaint has been received for inquiry under G.D.E. No. 1196 dated 14th May 2024.

Ranajit Kumar Das
Sri Aranath Logistics Limited
20B, British India Street
Kolkata-700069.Ph: 9830499045

অ্যালফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

রেজিঃ অফিস: ১৩/৩ স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোন: ২২২৬ ৮৬১৯
ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২২৯ ৯১২৪
ই-মেল : Kolkata@alfredherbert.com
ওয়েবসাইট : www.alfredherbert.co.in
CIN: L74999WB1919PLC0035169

বিজ্ঞপ্তি

২৪ মে, ২০২৪ তারিখ শুক্রবার কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে যেখানে ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড) নথিভুক্ত করা হবে।

পর্ষদের পক্ষে
শোভনা শেঠি
স্থান: কলকাতা — কোম্পানি সেক্রেটারি এবং
তারিখ: ১৬.০৫.২০২৪ — চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

PUBLIC NOTICE

NOTICE is given by Messrs. **Amodini Securities Private Limited**, owner of entire Fourth Floor together with one servant's accommodation and car parking space in the ground floor along with terrace of the building at Premises No.12C, Bhagwan Mahavir Sarani (formerly known as Heysham Road, Calcutta), Kolkata-700020 (Said Floor) is unable to find the original title Deed hereinafter mentioned:
1) Deed of Conveyance dated 8th day of March, 1995 made between The Bhowanipur Gujarati Education Society therein called the Vendor of the One Part and Messrs. Amodini Computers Private Limited therein called the Purchasers of the Other Part and registered in the office of District Sub-Registrar-I, Alipore South 24 Parganas in Book No.I Volume No.15, Pages 145 to 167, Being No.492 for the year 1995 whereby the Bhowanipur Gujarati Education Society conveyed the said Floor to Messrs. Amodini Computer Private Limited now known as Messrs. Amodini Securities Private Limited.
Any person having the aforesaid Deed is hereby given notice to send the same to the undersigned within 10 (ten) days from the date hereof.
The Police Complaint has been filed in Bhowanipore Police Station on 14th May 2024 and the said complaint has been received for inquiry under G.D.E. No. 1141 dated 14th May 2024.

Abdul Quadr Khan
Amodini Securities Private Limited
12C, Heysham Road, Kolkata-700020.
Ph: 9331289112

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank

আঞ্চলিক অফিস দুর্গাপুর
ইউসিপি-২৩, বেঙ্গল অম্বুজা
সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১৬

ইজারায় প্রেমিসেস আবশ্যক

বরাকর, আসানসোল পুরসভা অধীন, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় অগ্রাধিকার একতলায় তৈরি দখল/নির্মীয়মাণ **১৪০০ বর্গফুট ±১০ শতাংশ** কমবেশি **কার্পেট এরিয়া** পরিমাণ মজবুতভাবে নির্মিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেস ব্যাঙ্কের আবশ্যক। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **https://www.unionbankofindia.co.in/english/tender.aspx** বা ই-প্রোকিওরমেন্ট পোর্টাল **www.eprocure.gov.in/epublish/app**। নির্ধারিত বয়ানে ডাক দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় ০৬/০৬/২০২৪ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত।
"**টেকনিক্যাল বিড**" এবং "**প্রাইস বিড**" টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন/ড্রইং সহ দুই পৃথক সিলকরা খামে **১. টেকনিক্যাল বিড, ২. প্রাইস বিড** সহ দাখিল করতে হবে। উল্লিখিত মতে সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা ফর্মে উল্লিখিত ঠিকানায় -রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর উক্ত তারিখ এবং সময়ের পূর্বে দাখিল করতে হবে।
টেকনিক্যাল বিড খোলা হবে **০৬.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ০৫ টায়** উক্ত অফিসের ঠিকানায়। টেন্ডার খোলার সময়ে জমির মালিক/তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকতে পারেন। কোনও দালাল বা মধ্যস্থতাকারী গ্রাহ্য হবে না।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার

পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক Punjab & Sind Bank

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যশোর রোড শাখা, ৩০, যশোর রোড
কলকাতা - ৭০০০২, ই-মেল আইডি : k1373@psb.co.in

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৪.১০.২০২২ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী কাজল বরণ সেনগুপ্ত এবং শ্রীমতি সংযুক্তা সেনগুপ্ত (জামিনদাতা)** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৭,১২,৭৬২.৮২ টাকা** (সতের লাখ বারো হাজার সাতশ বাষট্টি টাকা এবং বিরাশি পয়সা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং উক্ত অধ্যাদেশ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৩ মে ২০২৪ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **১৭,১২,৭৬২.৮২ টাকা** (সতের লাখ বারো হাজার সাতশ বাষট্টি টাকা এবং বিরাশি পয়সা) টাকা এবং সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ভবন তিনতলা পরিমাণ ৭৫৯.৮৬ বর্গফুট নির্মিত প্লট জমির পরিমাণ আরএস দাগ নং ১০১০, ১০১২, আরএস খতিয়ান নং ২০৩৮, মৌজা : সাতগাছি,জেএল নং ২০, ওয়ার্ড নং ১৫, থানা : দম দম, দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ১৩২ (পূর্বতন ১৩৮/১৩), ৩য় তল, দেবীনিবাস রোড, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৭৪, **সম্পত্তি শ্রী কাজল বরণ সেনগুপ্ত** এর নামে। রেজিস্ট্রিকৃত জেলা ২৪ পরগনা উত্তর। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দেবীনিবাস রোড, দক্ষিণে : খালি জমি, পূর্বে : শ্রী গোপাল দাসের ভবন, পশ্চিমে : ডা. পি সি মিত্রর ভবন।

তারিখ : ১৩.০৫.২০২৪ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা — **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক**

ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)

CIN : U70109WB2008PTC125328
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫
যোগাযোগ : +৯০০৭২০৫১৪৫, ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : ৪, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৩, কলকাতা - ৭০০০০১, পব
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫, পশ্চিমবঙ্গ
কোম্পানি, **ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) ("কোম্পানি") বিক্রির বিষয়ে লিকুইডেটর কর্তৃক আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণের জন্য সাধারণভাবে জনসাধারণকে ই-নিলামের মাধ্যমে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে "**যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যেমন আছে, এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" উল্লিখিত প্রস্তাবটি কোনো ধরনের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই।

১.	নিলামের তারিখ এবং সময় :	১৬.০৬.২০২৪ বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ, সর্বশেষ নিলাম সময় প্রতিবারই ৫ মিনিট সম্প্রসারিত হবে শেষ ৫ মিনিটের ডাকের সঙ্গে নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত।
২.	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	**২৩,১৬,০৫৮/-** (তেইশ লাখ ষোলো হাজার আটান্ন টাকা) টাকা।
৩.	ইএমডি	**২,৩১,৬০৬/-** (দুই লাখ একত্রিশ হাজার ছশো ছয় টাকা) টাকা। ইওআই দাখিলে কোনও অংশগ্রহণ ফি লাগবে না।
৪.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদ	**অ-চলতি বিনিয়োগ,** কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার। **আরও বিস্তারিত জানতে ইওআই পাওয়া ইমেল মারফত উপলব্ধ**
৫.	**ইওআই দাখিলের শেষ তারিখ**	**৩১.০৫.২০২৪**
৬.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদ পর্যবেক্ষণ শেষ করতে হবে ১২.০৬.২০২৪ তারিখের মধ্যে।	
৭.	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ১৪.০৬.২০২৪ বিকেল ৫ টার মধ্যে।	
৮.	যোগ্যতার এবং অন্যান্য বিস্তারিত : ইওআই এর নিয়ম এবং শর্তাদি মোতাবেক। ইওআই নথি পাওয়া যাবে cirp.tripurari@gmail.com ইমেল মারফত।	

সংশোধিত আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন ২০১৯-এর তফসিল I-এর অনুচ্ছেদ ১২ অনুসারে, 'নিলামের সমাপ্তিতে সর্বোচ্চ দরদাতাকে নব্বই দিনের মধ্যে অবশিষ্ট বিক্রয় বিবেচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে; তবে শর্ত ত্রিশ দিনের পর পেমেন্ট করলে সুদ ১২ শতাংশ হবে; আরও শর্ত থাকে যে এই ধারার অধীনে প্রদত্ত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান না হলে বিক্রয় বাতিল করা যেতে পারে।
আগ্রহী ডাকদাতাগণকে ইমেল মারফত অনুরোধক্রমে প্রাপ্তব্য সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে সম্যক অবগত এবং সম্মত হয়েই আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানে সাড়া দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

স্বা/-
রশমি ছাউছারিয়া
ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148
স্থান : কলকাতা — **এএফএ বৈধ ২১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত**
তারিখ : ১৭.০৫.২০২৪ — ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট

৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধান নগর
কলকাতা - ৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট-IV
[দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। [illegible]

ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা, শাখার নাম	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
[illegible] **শাখা : কাটিয়াহাট**	[illegible]	১) ১৬.০২.২০২৩ ২) ১৪.০৫.২০২৪ ৩) ১৮,৩৫,৪০৯.৫১ টাকা [illegible]
[illegible] **জামিনদাতা : শ্রীমতি পূর্ণিমা বিশ্বাস, স্বামী সুব্রত বিশ্বাস,** গ্রাম : হরিশপুর, পো : বাংলানি, থানা : স্বরূপনগর, কাটিয়াহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭৪৩৪২৭। **শাখা : কাটিয়াহাট**	[illegible] নামে পরিমাণ ৪.৫৯ ডেসিমেল জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : বাংলানি, জেএল নং ৩৮, তৌজি নং ৬৪৯, আরএস খতিয়ান নং ১৫৯৪, এলআর কৃষি খতিয়ান নং ৪৮৫৭, নিজ খতিয়ান নং ২০৫১৮। আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮৪০৭, পিন : ৭৪৩২৪৭। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** রাজীব বিশ্বাস এবং মানিক বিশ্বাসের ভবন, **দক্ষিণে :** পলাশ বিশ্বাসের ভবন, **পূর্বে :** পরিতোষ বিশ্বাসের ডাঙ্গা জমি, **পশ্চিমে :** ৭ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং দীপক বিশ্বাসের পুকুর।	[illegible] (বাইশ লাখ ছাত্রিশ হাজার চারশ দুই টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা) টাকা **০৪.০১.২০২৪ থেকে অধার্য সুদ সহ**

স্থান : কাটিয়াহাট — **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ : ১৪.০৫.২০২৪ — **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

PUBLIC NOTICE

NOTICE is given by **Messrs. Namaskar Tours Private Limited,** owner of entire Third Floor together with the servant's accommodation and one car parking space in the ground floor of the building at Premises No.12C, Bhagwan Mahavir Sarani (formerly known as Heysham Road, Calcutta), Kolkata-700020 (Said Floor) is unable to find the original title Deed hereinafter mentioned:
1) Deed of Conveyance dated 4th day of March, 1993 made between Tapan Chandra Gupta therein referred to as the Vendor of the One Part and The Bhowanipur Gujarati Education Society therein called the Purchaser of the Other Part and registered in the office of Registrar of Assurances, Calcutta in Book No.I Volume No.79, Pages 152 to 167, Being No.3188 for the year 1993 whereby Tapan Chandra Gupta conveyed the said floor to the Bhowanipur Gujarati Education Society.
2) Deed of Conveyance dated 8th day of March, 1995 made between The Bhowanipur Gujarati Education Society therein called the Vendor of the One Part and Messrs. Namaskar Tours Private Limited therein called the Purchasers of the Other Part and registered in the office of the District Sub-Registrar-I, Alipore, South 24 Parganas in Book No. I, Volume No.15, Pages 99 to 121, Being No.490 for the year 1995.
Any person having the aforesaid Deed is hereby given notice to send the same to the undersigned within 10 (ten) days from the date hereof.
The Police Complaint has been filed in Bhowanipore Police Station on 14th May 2024 and the said complaint has been received for inquiry under G.D.E. No. 1140 dated 14th May 2024.

Abdul Quadr Khan
Namaskar Tours Private Limited
12C, Heysham Road, Kolkata-700020.
Ph: 9331289112

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN : L19201WB1931PLC007261
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
টেলিফোন নং : ০৩৩ ২৩০১৪৪০০। ফ্যাক্স : ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭৪৮
শেয়ার ডিপার্টমেন্ট টেলিফোন নং ০৩৩ ২২৮৯৫৭৯৬
ই-মেল share.dept@bata.com। ওয়েবসাইট www.bata.in

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

বিষয় : 'কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক-এর অধীনে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি' (আইইপিএফ)-এর ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড ("কোম্পানি") -এর ধরে রাখা ইক্যুইটি শেয়ার ট্রান্সফার সেই সংশ্লিষ্ট ডিভিডেন্ড গত পরপর সাতটি বছর বকেয়া বা অদাবীকৃত হয়ে আছে।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের প্রাপ্ত সর্বশেষ ঠিকানায় অবহিতকরণ-এর অতিরিক্ত কোম্পানি অ্যাক্ট, ২০১৩ (সংশোধিতমতো) -এর ধারা ১২৪(৬) ('দি অ্যাক্ট') তৎসহ পঠিতব্য ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ (সংশোধিতমতো) ["দি আইইপিএফ (এএটিআর) রুলস, ২০১৬"] এবং অন্যান্য প্রযোজ্য রুলস, নোটিফিকেশন এবং সার্কুলার, যদি কিছু থাকে, বন্দোবস্ত মতো যাতে প্রতি কোম্পানিকে মান্যতা দিতে হয় শেয়ার ট্রান্সফার করার ব্যাপারে যে কারণে তার ডিভিডেন্ড বকেয়া/অদাবীকৃত থেকে যায় পরপর সাতটি (৭) বছর আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ('দ্য আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট') ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে।
এক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডারদের নোটিশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে যে, যাঁরা শেয়ার ধরে রেখেছেন এবং তাঁদের ডিভিডেন্ড এনক্যাশ (নগদ) করেননি ২০১৬-১৭ সাল থেকে (কোন ডিভিডেন্ড ঘোষিত হয়নি ২০১৬-১৭ যাবৎ যা দাবি/এনক্যাশ) সেই সকল শেয়ারসমূহ কোম্পানি দ্বারা আইইপিএফ রুলস অনুযায়ী আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হবে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কোম্পানি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্য www.bata.in ওয়েবসাইটের 'ইনভেস্টর রিলেশনস' ক্যাটেগরিতে আপলোড করেছে।
কোম্পানির যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের ডিভিডেন্ড এনক্যাশ করেননি তাঁদের সুযোগ, সংশ্লিষ্ট রুলস এর নিয়মমতো তাদের ডিভিডেন্ড দাবী করার, ফিজিক্যাল স্বাক্ষর(গুলি) সহ, সম্পূর্ণ পোস্টাল ঠিকানা পিন কোড ও ফোলিও নং/ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে আবেদনপত্রের মাধ্যমে তৎসহ ব্যাঙ্কের মূল চেক-এর ক্যানসেল চেক যাতে ফার্স্ট/সোল হোল্ডারের নাম, ব্যাঙ্কের বিশদ তথ্য, শাখা, অ্যাকাউন্ট নম্বর, এমআইসিআর কোড, আইএফএসসি কোড ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের পাশ বই/স্টেটমেন্ট যথাযথভাবে ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রত্যয়িত (এক মাসের বেশি পুরানো নয়) সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সহ, স্বপ্রত্যয়িত ইনকাম ট্যাক্স, প্যান কার্ড, রেজিস্ট্রিকৃত শেয়ারহোল্ডারদের অর্থাৎ জয়েন্ট হোল্ডারগণ সহ কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে বা মেসার্স লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে পাঠাতে হবে।
আপনাদের ডিম্যাট মোডে শেয়ারহোল্ডিংয়ের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আপনাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)-এর মাধ্যমে ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে আপনাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
আইইপিএফ-এর রুলকে মান্যতা দিয়ে কোম্পানি ইক্যুইটি শেয়ার আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যদি না বৈধ দাবি কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টরা পান আগামী ১৫.০৬.২০২৪ তারিখের মধ্যে। তারপর অদাবীকৃত ডিভিডেন্ড ও শেয়ার যা আইইপিএফ রুলস্-এর বন্দোবস্তমতো আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়ে যাবে সে সম্বন্ধে কোম্পানির আর কোনও দায় থাকবে না।
আইইপিএফ রুলস অনুসারে যে সকল শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হতে পারে তাঁদের অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করতে বলা হচ্ছে -

- **ফিজিক্যালভাবে যাঁরা শেয়ার ধরে রেখেছেন :** ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) পরিবর্তন করে ডিম্যাট অবস্থায় করে দেবে এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ার আইইপিএফ-এর অনুকূলে ট্রান্সফার করে দেবে। এতে মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) যা শেয়ারহোল্ডারের নামে রেজিস্ট্রিকৃত আছে তা নিজের থেকেই বাতিল হয়ে যাবে এবং তা নন-নিগোশিয়েবল হিসাবে স্বীকৃতি পাবে।
- **ডিম্যাট ভাবে যাঁরা শেয়ার ধরে রেখেছেন :** সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ট্রান্সফার করার ব্যাপারে যেসকল ইক্যুইটি আইইপিএফ -এর ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হবে তার ক্ষেত্রে।

শেয়ারহোল্ডারদের অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করতে অদাবীকৃত/বকেয়া ডিভিডেন্ড এবং ইক্যুইটি শেয়ার যা আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে তৎসহ ওই শেয়ার থেকে উদ্ভূত সুবিধাদি, যদি কিছু হয় যা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দিষ্ট নিদর্শমতো ফর্ম আইইপিএফ-৫ (ওয়েবসাইট www.iepf.gov.in/উক্ত ওয়েব পেজ ফর্মের জন্য ওয়েবপেজ আমাদের www.bata.in ওয়েবসাইট থেকেও পাওয়া যাবে) অনলাইনে আবেদন করা যাবে এবং তারপর যথাযথভাবে স্বাক্ষর করা (কোম্পানি/ডিপোজিটরিদের কাছে যে নমুনা স্বাক্ষর আছে সেইমত) ফিজিক্যাল কপি উক্ত আবেদনের তৎসহ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ যা আইইপিএফ-৫ বর্ণিত আছে তাকে কোম্পানিতে জমা করতে হবে দাবী সংশ্লিষ্ট যাচাইয়ের জন্য। এছাড়া স্পষ্টতা/অতিরিক্ত তথ্যাদির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণ অনুগ্রহ করে নিম্নবর্ণিত যেকোন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড	লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস এবং শেয়ার ডিপার্টমেন্ট	ইউনিট : বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড
২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৬	সি ১০১, ২৪৭ পার্ক, এল.বি.এস. মার্গ, ভিক্রোলি (পশ্চিম) মুম্বাই-৪০০০৮৩
টেলিফোন : ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭৯৬ ফ্যাক্স ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭৪৮	টেলিফোন : ৮১০৮১১৬৭৬৭ ফ্যাক্স : ০২২ ৪৯১৮৬০৬০
ই-মেল : share.dept@bata.com	ই-মেল : rnt.helpdesk@linkintime.co.in
ওয়েবসাইট : www.bata.in	

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন বাগারিয়া
স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ১৬.০৫.২০২৪ — কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

ফর্ম নং: INC-25A

[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪১ অনুসারে]
পাবলিক কোম্পানিকে প্রাইভেট কোম্পানিতে রূপান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন

রিজিওনাল ডিরেক্টর, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, ইস্টার্ন রিজিয়ন সমীপে

সম্পর্কিত বিষয়: কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১৪ নং ধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল নং ৪১

এবং
সম্পর্কিত বিষয়: **ইউনিলক ইনভেস্টরস লিমিটেড** (CIN: U65993WB1988PLC045767) যার রেজিস্টার্ড অফিস 2/2A শরৎ বোস রোড ভবানীপুর, কলকাতা – 700020, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

.... আবেদনকারী

এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ১০ই মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত আবেদনকারী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিবর্তনে আগ্রহী এবং এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী কোম্পানির তরফে উপরিলিখিত রুলসমূহ সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১৪ নং ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।

কোম্পানির প্রস্তাবিত পরিবর্তনে/ স্ট্যাটাসে কারও স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তিনি / তাঁরা এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov. in) ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, 234/4, 3rd Floor II MSO Building, Nizam Palace, A.J.C Bose Road, Kolkata 700020, West Bengal** স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং যা একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির নিম্নলিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের উপরোক্ত ঠিকানাতেও পেশ করতে হবে।

ইউনিলক ইনভেস্টরস লিমিটেডের জন্য ও তরফে
রাম কৃষাণ শর্মা
ডিরেক্টর
Din:00329060
2/2A শরৎ বোস রোড, ভবানীপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - 700020
তারিখ: ১৬.০৫.২০২৪
স্থান: কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ২১.০৬.২০২৪ (ক্রম নং ১) এবং ২৬.০৬.২০২৪ (ক্রম নং ২) তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মহাদেব ভৌমিক স্বত্বা : মহাদেব ভৌমিক [illegible] খ) বহরমপুর মেন শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ এরিয়া ১.২৫ ডেসিমেল এবং তদস্থিত ভবন, সম্পত্তি **শ্রী মহাদেব ভৌমিকের নামে** [illegible]	৪২,৪৪,৫০৩.২৭ টাকা (বিয়াল্লিশ লাখ চুয়াল্লিশ [illegible])	ক) ২১.২২ লাখ টাকা (একুশ লাখ বাইশ হাজার টাকা) খ) ২.১৫ লাখ টাকা গ) ১০,০০০.০০ ঘ) IDIB30205514818 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত
২.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মহারাজ এন্টারপ্রাইজ [illegible] খ) কৃষ্ণনগর আর এন টেগোর রোড শাখা	[illegible]	৩৯,৯৬,৬৪৮.০০ টাকা [illegible]	ক) ৪২.০৮ লাখ টাকা খ) ৪.৩০ লাখ টাকা গ) ১০,০০০.০০ ঘ) IDIB30229637061 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

কিউআর কোড সম্পত্তি আইডি : IDIB30205514818
ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট — ই-নিলাম ওয়েবসাইট — সম্পত্তির তথ্যাদি — সম্পত্তির অবস্থান — সম্পত্তি ইমেজ ১ — সম্পত্তি ইমেজ ২ — সম্পত্তির ভিডিও

কিউআর কোড সম্পত্তি আইডি : IDIB30229637061
ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট — ই-নিলাম ওয়েবসাইট — সম্পত্তির তথ্যাদি — সম্পত্তির অবস্থান — সম্পত্তি ইমেজ ১ — সম্পত্তি ইমেজ ২ — সম্পত্তির ভিডিও

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২১.০৬.২০২৪ (ক্রম নং ১) এবং ২৬.০৬.২০২৪ (ক্রম নং ২)
সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

[illegible]

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৬.০৫.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বহরমপুর — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

বিজেপির বুথ এজেন্টের মৃত্যু, শাসকের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগে থানায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর: এক ব্যক্তির রহস্যজনক ভাবে মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার জামনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সেলিয়া গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম অভিজিত রায় বলে জানা গিয়েছে। মৃত ব্যক্তি বিজেপির বুথ সভাপতি বলে দাবি করেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁকে মেরে ঝুঁলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে। যদিও এই ঘটনায় তৃণমুল কোনও ভাবেই জড়িত নয় বলে জানিয়েছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব।

বিজেপির অভিযোগ, ভোটের আগের দিন মৃত বিজেপি কর্মী অভিজিৎ রায়কে হুমকি দেওয়া হয়। ভোটের পর এলাকায় বিজেপি জিতেছে তা বুঝতে পেরেই পরিকল্পনা করেই বুধবার রাতে বাড়ির পাশে একটি গোয়াল ঘরে চালে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার কথা জানাজানি হওয়ার পরই বিজেপির কর্মী সমর্থকরা প্রথমে গ্রামে জড়ো হন, সেখান থেকে পরে থানার সামনে বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পূর্ব বর্ধমান জেলার বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিত তা। কী কারণে ওই ব্যক্তির মৃত্যু তার সঠিক কারণ জানা যায়নি। তিনি ১৬৮ নম্বর বুথের বিজেপি এজেন্ট ছিলেন। বিজেপির জেলার সম্পাদক বিশ্বজিৎ পোদ্দারের দাবি, বুধবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন ওই কর্মী। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এবার লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থীর সমর্থনে তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁদের অনুমান, ওই বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর পিছনে তৃণমূল দায়ী অর্থাৎ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ওই বিজেপি কর্মীকে খুন করেছে। তাই দোষীদের শাস্তির দাবিতে তাঁরা থানার সামনে বসে বিক্ষোভ দেখান।

এই বিষয়ে রাজ্য তৃণমূলের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাসের দাবি, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে। কারণ এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নেই, উনি খুন হয়েছেন বা আত্মহত্যা করেছেন, সেটা পুলিশ তদন্ত করে অবশ্যই জানাবে। নির্বাচনের পরেই বিজেপির ওই বুথ সভাপতির রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে রাজনৈতিক মহলে রহস্য দানা বেঁধেছে।

আরামবাগে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের জন্য বামেদের প্রায়শ্চিত্ত করার নিদান শশী পাঁজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২০ মে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে পঞ্চম দফায় ভোট। শেষ লগ্নের প্রচারে ঝড় তৃণমূল কংগ্রেসের। রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা হুগলির আরামবাগ ব্লকের সালেপুর দু'নম্বর অঞ্চলের রাংতাখালী এলাকায় প্রার্থী মিতালী বাগের সমর্থনে ভোট প্রচার করে গেলেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির পাশাপাশি বামেদেরও তোপ দাগেন তিনি। এক সময়ের বাম দুর্গ আরামবাগ। এই আরামবাগের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কথা মনে করে বামেদের প্রায়শ্চিত্ত করার নিদান দেন তিনি। খুন সন্ত্রাস প্রসঙ্গে বামেদেরই দায়ী করেন তিনি। শশী পাঁজা বলেন, আরামবাগ লোকসভায় আগে বামেদের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। তারপর রাস্তায় নামা উচিত। এছাড়াও বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, দিদির অত্যন্ত প্রিয় এবং এরকম একটা দক্ষ প্রার্থী পাওয়া সত্যিই ভাগ্যপর। লোকসভা কেন্দ্র থেকে যদি মিতালী বাগ নির্বাচিত হয় তাহলে সার্বিক উন্নয়ন হবে। একটা সাদামাটা সাধারণ মেয়ে। আমি শিশু ও কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী আছি কয়েক বছর ধরে, মিতালী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। আমি ভাবতেই পারছি না, এত ভালো লাগছে, আমাদের দিদিকে ধন্যবাদ। তার প্রচারে আমি এসেছি এবং এটাব আমার সৌভাগ্য। প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতৃত্ব মিথ্যা বলে গেছেন, এটাও শুনেছি। আমাদের মোকাবিলা করতে হবে। দেশে যে কেন্দ্র সরকার ১০ বছর থেকে কোনও কাজ করেনি। তারা প্রত্যাশা রাখেন এখান থেকে জিতে যাবে। দেশের কেন্দ্র সরকার পাল্টাচ্ছে সুতরাং বিজেপি প্রার্থীকে ভোট দিয়ে ভোট নষ্ট করে লাভ নেই। পাঁচ বছরে প্রধানমন্ত্রীর কোনও দেখা নেই। মিতালী বাগের পা জমিতেই থাকবে উড়ে উড়ে যাবে না। আমরা ৩৬৫ দিন মানুষের পাশে থাকি। রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী, ব্লক সভাপতি শম্ভুনাথ বেরা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের বার্তায় ইভিএমের আদলে সন্দেশ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সন্দেশখালি নয়, বরং সন্দেশের মিষ্টি স্বাদের মতোই মিষ্টি হয়ে উঠুক দেশের ১৮তম সাধারণ নির্বাচন। হাওড়ায় পঞ্চম দফা নির্বাচনে হাওড়া ও উলুবেড়িয়া লোকসভার নির্বাচনের শেষ লগ্নে শান্তিপূর্ণ, মিষ্টি সম্পর্কের বার্তা দিতে এবার সন্দেশকেই হাতিয়ার করল উলুবেড়িয়া থানার এলাকার কুলগাছিয়ার নামী একটি মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান। এখানে ইভিএমের আদলে তৈরি হয়েছে 'ইভিএম সন্দেশ'। যা ঘিরে ভোট বাজারে উন্মাদনা তুঙ্গে খরিদ্দারদের মধ্যে। ইভিএমের আদলে তৈরি মিষ্টান্ন বিক্রি হচ্ছে ২৫ টাকা পিস হিসেবে। ইভিএম সন্দেশে রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক। এছাড়াও নির্বাচন প্রেমীদের জন্য রয়েছে মেগা সাইজের ইভিএম সন্দেশও।

জানা গিয়েছে, দুই কেজি সন্দেশ এবং অন্যান্য উপকরণ দিয়ে তৈরি এই মেগা ইভিএম সন্দেশ। তবে ছোট সন্দেশ পাওয়া যাচ্ছে ২৫ টাকায়। কিন্তু কেন ইভিএমের আদলে সন্দেশ? এর উত্তরে ওই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অলীপ খাঁ ও পাপাই খাঁ জানান, নির্বাচন মানেই মারামারি কাটাকাটি হানাহানি। কিন্তু এটা কাম্য নয়। বরং রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সৌজন্য এবং মিষ্টি সম্পর্ক রেখে গণতন্ত্রের লড়াইয়ে সামিল হওয়ার বার্তা দিতেই এই ধরনের মিষ্টি তৈরি করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, রীতিমতো হিট হয়েছে ইভিএম সন্দেশ।

অরূপ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মামলা সুভাষ সরকারের, একশো কোটি টাকার মানহানি মামলার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোট ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে একে অপরকে লক্ষ করে চলছিল আক্রমণ প্রতি আক্রমণ। একে অপরের সঙ্গে চলছিল বাগযুদ্ধ। কিন্তু এবার বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল ও বিজেপি দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াই গড়াল আদালতে। বৃহস্পতিবার বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার বাঁকুড়া জেলা আদালতে হাজির হয়ে তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় দায়ের করলেন মামলা। এদিন সকালে বাঁকুড়ার এই ঘটনাকে ঘিরে ফের শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।

ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই বাঁকুড়ার তৃণমূল ও বিজেপি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে জমে উঠছে বাগযুদ্ধ। একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতি আক্রমণের ভাষা কখনও ঢুকে পড়ছে ব্যক্তিগত পরিসরেও। ভোটের ঠিক আগে বাঁকুড়ার তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও মিথ্যা প্রচারের অভিযোগ এনে আদালতে মামলা করলেন বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার।

সুভাষ সরকারের দাবি, অরূপ চক্রবর্তী সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচ করা নিয়ে মিথ্যা তথ্য প্রচার করে মানুষকে প্ররোচিত করে বেড়াচ্ছেন। অবিলম্বে তা বন্ধ হওয়া দরকার। এদিন আইনের নির্দিষ্ট ধারায় দু'টি ফৌজদারি মামলা দায়েরের পাশাপাশি আগামীতে অরূপ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে দেওয়ানি বিধি অনুসারে একশো কোটি টাকার মানহানির মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের আইনজীবী। বিষয়টি নিয়ে অরূপ চক্রবর্তীর বক্তব্য মেলেনি।

Format C-1
(For candidate to publish in Newspapers, TV)
Declaration about Criminal Cases
(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate : **KUNDAN SINGH,** **Son of Chandra Bhan Singh aged 40 years, resident of 183, Oria Para Road, Post Office:- Garulia & Police Station: - Noapara, District:-North 24 Parganas, Pin. 743133 (W.B)

Name of political party : **"INDEPENDENT"** (Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election : **-THE HOUSE OF PEOPLE 2024**

*Name of Constituency : **-15 - BARRACKPORE PARLIAMENTARY CONSTITUENCY**

I, KUNDAN SINGH (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:-

(A) Pending Criminal Cases

S.L. NO.	Name of the court	Case No. and dated	Status of Case(s)	Section (s) of Acts concerned and brief description of offences
1.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No-116 of 2020	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore.	Noapara PS Case No-116 of 2020 Under Section 323 /325 /147 /143/34 IPC Punishment for voluntarily hurt, Voluntarily causing Grievous Hurt, Rioting, Unlawful assembly, Act done by several persons in furtherance of common intention.
2.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No-142 of 2020	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No-142 of 2020 Under Section 147 /148 /149 /323 /325/ 34 IPC Rioting, Unlawful assembly, Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object, Act done by several persons in furtherance of common intention.

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

S.L. NO.	Name of court & Date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
NIL	NIL	NIL	NIL

Format C-1
(For candidate to publish in Newspapers, TV)
Declaration about Criminal Cases
(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate : **SANJAY SINGH** and Holding No:-18 BL No.18 P.O. & P.S. Jagatdal, District:-North 24 Parganas,Pin. 743125 (W.B)

Name of political party : **"INDEPENDENT"** (Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election : **-THE HOUSE OF PEOPLE 2024**

*Name of Constituency : **-15 - BARRACKPORE PARLIAMENTARY CONSTITUENCY**

I, SANJAY SINGH (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:-

(A) Pending Criminal Cases

S.L. NO.	Name of the court	Case No. and dated	Status of Case(s)	Section (s) of Acts concerned and brief description of offences
1.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO - 284/19 **DATED 01-04-2019**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore.	**U/S 341/323/34 I.P.C.** Punishment for wrongful restraint, Punishment for voluntarily hurt, Act done by several persons in furtherance of common intention
2.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO - 302/19 **DATED 08-04-2019**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 341/324/325/506/34 I.P.C** Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means, Voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention
3.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO - 646/19 **DATED 18-07-2019**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 341/325/506/34 I.P.C.,** Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.
4.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO - 663/19 **DATED 24-07-2019**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 147/148/149/307 I.P.C., &25/27 Arms Act & ¾ E.S. Act. & 9 MPO Act.** Rioting, Rioting armed with deadly weapon, Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object, attempt to murder, Punishment for causing explosion likely to endanger life or property. Section 4. Punishment for attempt to cause explosion, or for making or keeping explosive with intent to endanger life or property, any person commits any subversive act
5.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO - 990/19 **DATED 21-11-2019**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 448/325/308/427/379/506/34 I.P.C.** House trespass, voluntarily causing Grievous Hurt, Attempt to commit culpable homicide, Mischief causing damage to amount of fifty Rupees, Theft, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.
6.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO -142/2022 **DATED 27-02-2022**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 341/506/186/34 I.P.C & 131 Representative of the People's Act 1951.** Punishment for wrongful restraint, Criminal Intimation, Obstructing public servant in discharge of his public functions, Act done by several persons in furtherance of common intentionand Penalty for disorderly conduct in or near Poling Station
7.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO - 146/22 **DATED 22-02-2022**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore.	**U/S341/323/506/504/34 I.P.C** Punishment for wrongful restraint, voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation,Insult intended to provoke breach of the peace, Act done by several persons in furtherance of common intention
8.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO- 339/22 **DATED 26-05-2022**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 341/325/307/506/34 I.P.C & 25/27 Arms Act.** Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing Grievous Hurt, attempt to murder, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention. Whoever acquires, has in his possession or carries any prohibited arms or prohibited ammunition in contravention of section 7(Seven) shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 7[seven years but which may extend to fourteen years] and shall also be liable to fine
9.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO - 355/22 **DATED 03-06-2022**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 448/384/506/120B/34 I.P.C** House trespass, Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, Criminal Intimation, Criminal conspiracy, Act done by several persons in furtherance of common intention.
10.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO - 372/22 **DATED 11-06-2022**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 341/323/506/34 IPC** Punishment for wrongful restraint, Punishment for voluntarily hurt, Criminal Intimation and Act done by several persons in furtherance of common intention
11.	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	JAGATDAL PS CASE NO-107/2024 **DATED 02-04-2024**	Pending before Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	**U/S 447/427/323/325/307/506/34 IPC** Criminal trespass, Mischief causing damage to amount of fifty Rupees, Punishment for voluntarily hurt, Voluntarily causing Grievous Hurt, Attempt to murder, Crimination Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

S.L. NO.	Name of court& Date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
NIL	NIL	NIL	NIL

সুভাষ সরকার বিদ্যুৎ চুরিতে অভিযুক্ত, লড়ার অধিকার নেই: অরূপ চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোনও অধিকার নেই সুভাষ সরকারের। চাইলে স্ক্রুটিনির দিনই আমি তাঁকে লাথ মেরে ফেলে দিতে পারতাম।' ২০০৫ সালে বাঁকুড়া জেলা আদালতের একটি বিদ্যুৎ চুরির মামলার প্রসঙ্গ টেনে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বাঁকুড়া লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী। বাঁকুড়ার তালডাংরার একটি সভা থেকে অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'আমি দয়া করে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দিয়েছি।' একই সভা থেকে শুভেন্দু অধিকারীকে কয়লা কারবারে যুক্ত থাকার বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন তিনি।

মঙ্গলবার বাঁকুড়ার তালডাংরায় বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের সমর্থনে সভা করতে গিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সুভাষ সরকারের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তুলে ধরে প্রতিদ্বন্দ্বী অরূপ চক্রবর্তীকে কয়লা চক্রবর্তী বলে কটাক্ষ করেছিলেন। বুধবার তৃণমূল সেই সভারই পালটা সভা করে বলে দাবি। সেই সভা থেকে বাঁকুড়ার তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী পালটা সুভাষ সরকার ও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে একহাত নেন।

অরূপ চক্রবর্তী ২০০৫ সালে একটি বিদ্যুৎ চুরির মামলার প্রসঙ্গ টেনে দাবি করেন, '২০০৫ সালে তৎকালীন বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে বাঁকুড়া আদালতে একটি মামলা হয়। সেই মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন সুভাষ সরকার ও তাঁর ভাই। পরে তাঁরা জামিন নেন। অরূপ চক্রবর্তীর দাবি কোনও মামলায় অভিযুক্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না। সুভাষ সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোনও অধিকার নেই। আমি দয়া করে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দিয়েছি। আমি চাইলে স্ক্রুটিনির দিনই তাঁকে লাথ মেরে ফেলে দিতে পারতাম।'

এরপরই শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গ টেনে অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'বিরোধী দলনেতা আমাকে কয়লা মাফিয়া বলেছেন। অধিকারী পরিবার আগে কেরোসিনের ডিলার ছিল। কিন্তু ১০ বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে লুটেপুটে খেয়ে এখন তিনি ৪টি পেট্রোল পাম্পের মালিক, তাঁর কোটি কোটি টাকা। শুভেন্দু অধিকারী পরিবহণ মন্ত্রী থাকাকালীন এক হাজার কয়লাবোঝাই ট্রাক আটক করা হয়েছিল। কীসের বিনিময়ে এক মাস পরে ট্রাকগুলিকে ছেড়েছিলেন তিনি তার জবাব দিতে হবে।'

অরূপ চক্রবর্তীর এই মন্তব্যকে গুরুত্বই দিতে চাননি বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার। তাঁর দাবি, তৃণমূল প্রার্থী সব অবান্তর ও মিথ্যা কথা বলছেন।

মায়াপুর ইসকনে শুরু হল চন্দন যাত্রা উৎসব

নিলয় ভট্টাচার্য, নদিয়া: গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে মুক্তি পেতে ভগবানের শরীরে চন্দন লেপে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে শুরু হয়েছে চন্দন যাত্রা উৎসব। মায়াপুর ইসকন প্রভুপাদ সমাধি মন্দিরের পুষ্করিনীতে রাধামাধবের বিগ্রহকে সংকীর্তন শোভাযাত্রা সহকারে এনে পঞ্চীরাজ নৌকোয় করে নৌকো বিহার করানো হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে শুরু হওয়া এই চন্দন যাত্রা উৎসব, চলবে ২১ দিন ব্যাপী। প্রতিদিন বিকেলে হাজার হাজার দেশি-বিদেশি ভক্ত সমন্বয়ে এই চন্দন যাত্রা উৎসব পালিত হয়ে থাকে প্রভুপাদের সমাধি মন্দির সংলগ্ন পুষ্কারিনীতে। প্রতিদিন ইসকন ভক্তরা বাড়ি থেকে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন রকমারি মেনু তৈরি করে এনে ভোগ দেয় রাধা মাধবের সম্মুখে। প্রবল দাবদাহে সকলে যখন গরমে হাঁসফাঁস করে তখন এই চন্দন যাত্রা স্বস্তি ও শান্তি এনে দেয় ঈশ্বর তথা ভগবানকে। এ বিষয়ে মায়াপুর ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, গ্রীষ্মের দাবদাহে যখন জনজীবন বিপর্যস্ত ঠিক তখন এই চন্দন যাত্রা উৎসব স্বস্তি এবং শান্তি এনে দেয়। আর তাই বিগ্রহের শরীরে চন্দন লেপন করা হয়। একই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের ইসকন মন্দিরগুলোতে ও এই চন্দন যাত্রা উৎসব পালিত হয়ে থাকে। এই কদিনে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার চন্দন লেপন করা হবে বিগ্রহের শরীরে। এই উৎসবে মুক্ত আকাশে মুক্ত বাতাসে সমস্ত মানুষ প্রভূত আনন্দ উপভোগ করে থাকে। চন্দন যাত্রা উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্তকে বিনামূল্যে প্রসাদ দেওয়া হয়। চন্দন যাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে দেশি-বিদেশি ভক্তের সমন্বয়ে মিলনমেলায় পরিণত হয় প্রতিদিন বিকেলে মায়াপুর প্রভুপাদের সমাধি মন্দির সংলগ্ন স্থানে।

জমির স্বত্ব বা চাকরি ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে খনির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের নবগ্রাম গ্রামে প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার পরিবারের বসবাস। রয়েছে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষাকেন্দ্র, পোস্ট অফিস, পঞ্চায়েত অফিস সহ অন্যান্য পরিকাঠামো ও পরিষেবা। গ্রাম থেকে কিছুটা দূরত্বে পাণ্ডবেশ্বর যাওয়ার রাস্তার পাশে রয়েছে ইসিএলের সোনপুর বাজারি এরিয়ার খোলামুখ খনি। ভবিষ্যতে সেই খনি সম্প্রসারণের কাজে আরও জমি প্রয়োজন বলে দাবিতে নবগ্রাম মৌজার জমি ওপর লাগু হয়েছে সিভি অ্যাক্ট। এই আইনের নিয়ম অনুযায়ী, জমির প্রকৃত মালিকরা ওই এলাকার জমি কেনাবেচা করতে পারবেন না। এই তথ্য সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসার পর বাসিন্দাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে ক্ষোভ। বৃহস্পতিবার বাসিন্দাদের একাংশ গ্রামের পার্শ্ববর্তী সোনপুর বাজারি এরিয়ার খোলামুখ খনির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান। বৃহস্পতিবার সকাল দশটা থেকে শুরু হয় বিক্ষোভ, চলে বেশ কয়েক ঘণ্টা।

বিক্ষোভের জেরে বন্ধ হয়ে যায় খোলামুখ খনির উৎপাদন ও পরিবহণের কাজ। বিক্ষোভকারীদের পক্ষে শেখ মকবুল, সতন সৌ, বাবু মুখোপাধ্যায়রা দাবি করেন, 'পূর্বপুরুষ ধরে এলাকায় বসবাস করছি। জমির প্রকৃত মালিক আমরা। অথচ আমাদের অন্ধকারে রেখে ইসিএল গোটা নবগ্রাম মৌজার জমির ওপর সিভি অ্যাক্ট কার্যকর করেছে। জমির মালিকানার সমস্ত সরকারি তথ্য প্রমাণ কাগজ আমাদের কাছে থাকলেও সরকারি কাগজ কলমে আমরা আর মালিক নই। এই আইনের ফলে প্রয়োজন পড়লেও কেউ জমির কেনাবেচা করতে পারবেন না।' জমির মালিকানা স্বত্ব ফিরে পাওয়ার দাবিতেই এই বিক্ষোভ বলে জানান তাঁরা। পাশাপাশি তাঁরা বলেন, 'নিয়ম মেনে জমির পরিবর্তে চাকরি, ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন দিয়ে ইসিএল সংস্থা আমাদের জমি অধিগ্রহণ করুক অথবা জমির মালিকানা স্বত্ব আমাদের ফেরত দিক।'

জাতীয় ডেঙ্গু দিবসে কুমারগঞ্জে আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে সচেতনতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: গোটা জেলার পাশাপাশি বৃহস্পতিবার কুমারগঞ্জে পালিত হল জাতীয় ডেঙ্গু দিবস। এদিন কুমারগঞ্জ ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে, ডেঙ্গু ও এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং সংক্রমণ মরসুম শুরুর আগে ভেক্টরজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য সচেতনতামূলক প্রচার অভিযানের অংশ হিসেবে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়।

এবিষয়ে কুমারগঞ্জ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস বলেন, 'আমরা কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে জাতীয় ডেঙ্গু দিবস পালন করলাম। এই উপলক্ষে আমরা একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করেছিলাম। ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে আমাদের এই কর্মসূচি চলেছে। আগামী দিনে যে সমস্ত এলাকাগুলোতে ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা বেশি রয়েছে, সেই সমস্ত স্থানগুলোতে আমরা আরও বেশি করে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালানো হবে।'

এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কুমারগঞ্জ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস, কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌমিত্র সাহা, ডেপুটি সিএমওএইচ-১ সুদীপ করার, সিডিপিও তপন বিশ্বাস, কুমারগঞ্জ থানার সাব-ইন্সপেক্টর ব্রতীসুন্দর সাহা, রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিনতি দাস, মধ্য রামকৃষ্ণপুর গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক মিজানুর রহমান সহ আরও অনেকে।

উল্লেখ্য, মশাবাহিত যে সমস্ত ভাইরাল সংক্রমণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায় তাদের মধ্যে সবথেকে ভয়ংকর রূপ হল ডেঙ্গু। এ বিষয়টিকে মাথায় রেখেই প্রতি বছর ১৬ মে জাতীয় ডেঙ্গু দিবস পালিত হয়। ডেঙ্গু ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে অনেক বেশি জ্বর, মাথাব্যথা, বমি-বমি ভাব, পেশী এবং শরীরে বিভিন্ন জয়েন্টগুলোর মধ্যে ব্যথা লক্ষ্য করা যায়। সেই সঙ্গে চামড়ায় লাল লাল ফুসকুড়িও দেখা দিতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই রোগ শনাক্ত করা গেলে এবং সময়ের আগে রোগের চিকিৎসা হলে একে গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছনো থেকে প্রতিরোধ করা যায়।

জানা গিয়েছে, গত বছর কুমারগঞ্জ ব্লকে বেশ কিছু ডেঙ্গু আক্রান্তের ঘটনা সামনে এসেছিল। এবছর কুমারগঞ্জ ব্লক ও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে প্রথম থেকেই এ বিষয়ে বিশেষ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়েছে। সেই মতো এদিন কুমারগঞ্জ ব্লকের সামনের ড্রেন পরিষ্কার করা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসাধারণকে সচেতন করা হয়।

পূর্বস্থলীতে দেখা মিলল বিরল প্রজাতির পাখির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিরল প্রজাতির পাখির ছবি তুলতে পূর্বস্থলীর পলাশপুলি গ্রামে এখন ভিড় জমাচ্ছেন ওয়াইল্ড লাইফের শতাধিক সদস্য। ১০ দিন আগে বিমল শীল নামে এক নার্সারির মালিকের কাঠাঁল গাছে একজোড়া বিরল প্রজাতির পাখি বাসা বাঁধে। ৩ দিন আগে পাখি দম্পতির ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। চুপি পাখিরালয়ের মাঝিদের মারফত এর ছবি সহ খবর পৌঁছয় কলকাতায় ওয়াইল্ড লাইফের সদস্যদের কাছে। এরপর থেকে ওই নার্সারিতে ভিড় জমতে থাকে। বিশাল সাইজের টেলিস্কোপ ক্যামেরা নিয়ে দলে দলে তাঁরা পূর্বস্থলীতে হাজির হতে থাকেন।

বৃহস্পতিবার দমদমের বাসিন্দা এক সদস্য কৃষ্ণেন্দু দাস বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে এই প্রজাতির পাখি বিরল। দক্ষিণ ভারতে অল্প পরিমাণে দেখা যায়। নাম ব্লাক নেক রাজন। বাংলা নাম, কালো ঘাড় নাম রাজন। গ্রীষ্মের মরসুমে বাচ্চা পাড়ার জন্য এরা বহু দূরের গ্রামীণ অঞ্চলে চলে আসে।' এদিকে অসময়ে ওয়াইল্ড লাইফের সদস্যদের আগমন দেখে স্থানীয়দের মধ্যেও কৌতুহল বেড়েছে। নার্সারির মালিক বিমল শীল বলেন, 'এই ধরনের পাখি আগে কখনও দেখিনি। আমাদের ছোট কাঁঠাল গাছে বাসা বেঁধেছে। দুটো বাচ্চাও হয়েছে। এখনও দেখছি দূর দূরান্ত থেকে পক্ষী প্রেমীরা এসে এদের ছবি তুলে নিয়ে যাচ্ছে।'

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজে ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য **টেন্ডার** আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** জোন ১১, অর্থাৎ ''মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার কবি সুভাষ ইয়ার্ড ও কারশেড সমেত মহানায়ক উত্তমকুমার (ব্যতীত) এবং কবি সুভাষ (অন্তর্ভুক্ত)-এর মধ্যে কিমি ১৬/১৮ থেকে ২৫/১১ পর্যন্ত আপ ও ডাউন উভয় লাইনে উন্নীত কাঠামোসমূহ, ওভারহেড এবং ভূগর্ভস্থ কাঠামোসমূহ, স্টেশন এবং সহায়ক সার্ভিস বিল্ডিং/কাঠামো ইত্যাদির আপকিপমেন্টের জন্য জোনাল কন্ট্র্যাক্ট।'' **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৩১,৩৭,৩৪১.৮৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,১৫,৭০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** চব্বিশ (২৪) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০৬.২০২৪-এ বেলা ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। পরিবর্তন/সংশোধন, যদি থাকে, কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিভিল-২৪৬৯-২০২৪ (ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং ঃ ১৪-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৪-২৫, তারিখ ১৫.০৫.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম. ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজ/স্থানের নাম ঃ** ''আসানসোল ডিভিসন - সিগন্যাল ও টেলিকম গিয়ারগুলির নির্ভরযোগ্যতার উন্নয়ন'' **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৩৩,৯৭,১৪৮.৪৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৭,০০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ১০.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ http://www.ireps.gov.in/** এই টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এইরূপে হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। টেন্ডারদাতা /দরপ্রস্তাবদাতাদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেটার সার্টিফিকেট থাকা এবং আইআরইপিএস পোর্টালের নথিভুক্তকরণ বাধ্যতামূলক। কেবলমাত্র নথিভুক্ত টেন্ডারদাতা /দরপ্রস্তাবদাতারাই ই-টেন্ডারে অংশ নিতে পারবেন। ASN-49/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৪/১৮ তারিখ ঃ ১৫.০৫.২০২৪

''ই'' প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম-এর জন্য টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সদর দপ্তর কার্যালয় (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা নিম্নোক্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সকল টেন্ডার দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে। **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং ঃ ৪৭২৪৩১১৩, খোলার তারিখ ঃ ১৮.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এলএইচবি কোচসমূহের জন্য রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিটের মাইক্রোপ্রোসেসর কন্ট্রোলার। **পরিমাণ ঃ** ১৪৯টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৩,৪৯,৮৮০। **ক্র. নং. ২, টেন্ডার নং ঃ : ৪৭২৩৫০০৪বি, খোলার তারিখ ঃ ০৬.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ভিডিইউ মনিটর-এর বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার সরবরাহ, পরিবহন এবং সূচনা। **পরিমাণ ঃ** ৩৯টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৮৫,৬০০। **ক্র. নং. ৩, টেন্ডার নং ঃ এইচবি২৩৬২৪৮সি, খোলার তারিখ ঃ ০৬.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ১) জিআর. ১ সিঙ্গল চেম্বার পেস মেকার। ২) জিআর. ২, ডুয়াল চেম্বার পেসমেকার ডিডিডিআর। ৩) জিআর. ৩, সিঙ্গল চেম্বার কার্ডিওভার্টার ডিফাইব্রিলেটর। ৪) জিআর. ৪, কার্ডিয়াক রিসিনক্রোনাইজেশন থেরাপি ডিভাইস। **পরিমাণ ঃ** ১) ৫০টি, ২) ১০টি, ৩) ০৩টি, ৪) ০২টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১,২৯,০৩০। **ক্র. নং. ৪, টেন্ডার নং ঃ ৬০২৩৫০৪৪এ, খোলার তারিখ ঃ ২৭.০৫.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ১১২০০ মিমি কার্ভড সুইচ নির্মাণ ও সরবরাহ। **পরিমাণ ঃ** ৩২ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৩,৮৭,৮০০। **ক্র. নং. ৫, টেন্ডার নং ঃ ৬০২৪০০১৫, খোলার তারিখ ঃ ০৭.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** বিজির জন্য সিএমএস নির্মাণ ও সরবরাহ। **পরিমাণ ঃ** ১১০০ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২০,০০,০০০। **ক্র. নং. ৬, টেন্ডার নং ঃ ৮৫২৪১৯১৮, খোলার তারিখ ঃ ১৭.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিলিন্ড্রিকাল রোলার বেয়ারিং এনইআই নং টিএস২-এনএইচ৩২৪ এল১বি x ১সিএস১৭৫এমপি৬ ইত্যাদি। **পরিমাণ ঃ** ৪৪৮টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১,৩৯,৫৬০। **ক্র. নং. ৭, টেন্ডার নং ঃ ৩৩২৩৫০১২, খোলার তারিখ ঃ ২০.০৫.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সম্পূর্ণ ডব্লুএসপি সিস্টেম। **পরিমাণ ঃ** ০৮ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২৮,৪২০। **ক্র. নং. ৮, টেন্ডার নং ঃ ৩৩২৪৩২২০, খোলার তারিখ ঃ ১০.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এলএইচবি কোচসমূহের জন্য আরএইচ এবং এলএইচ ডোর অ্যারেঞ্জমেন্টস। **পরিমাণ ঃ** ১২০ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১,৪৪,১৬০। **ক্র. নং. ৯, টেন্ডার নং ঃ ৩৩২৩৫০১০, খোলার তারিখ ঃ ১২.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এরোসল ফায়ার ডিটেকশন অ্যান্ড সাপ্রেশন সিস্টেম সরবরাহ এবং প্রতিষ্ঠা। **পরিমাণ ঃ** ৭৪৩ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১৫,৫০,৪১০। **ক্র. নং. ১০, টেন্ডার নং ঃ ৩৩২৪৩০১৩, খোলার তারিখ ঃ ২৪.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** বল জয়েন্ট রোল লিংক। **পরিমাণ ঃ** ১০,০০০টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৩,৮২,৩২০। **ক্র. নং. ১১, টেন্ডার নং ঃ ২৯২৪১৩১৮, খোলার তারিখ ঃ ০৩.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** কনভার্টার/ট্রান্সফরমার-এর জন্য অয়েল কুলার রেডিয়েটর। **পরিমাণ ঃ** ২৫টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২,৭৮,৪৮০। **ক্র. নং. ১২, টেন্ডার নং ঃ ২৯২৪৩১৫২, খোলার তারিখ ঃ ০৬.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ডব্লুএজি-৯-এর জন্য পিনিয়ন শ্যাফ্ট ২১ টিথ। **পরিমাণ ঃ** ৪৬৬টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২,৮২,৮৬০। **ক্র. নং. ১৩, টেন্ডার নং ঃ ২৯২৪১৩১৪, খোলার তারিখ ঃ ১০.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ডব্লুএজি-৯/ডব্লুএপি-৭-এর ৩-ফেজ লোকোর জন্য মোটর সাসপেনশন ইউনিট। **পরিমাণ ঃ** ১৫৪ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৭,৮৩,১৮০। **ক্র. নং. ১৪, টেন্ডার নং ঃ ২৫২৪১২৭৭, খোলার তারিখ ঃ ১২.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ইলেকট্রিক লোকোসমূহের জন্য রিভার্সার, ১৫০০ অ্যাম্পিয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন। **পরিমাণ ঃ** ২৮টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১,৬৪,৩৪০। **ক্র. নং. ১৫, টেন্ডার নং ঃ ২৫২৪১২৭৬, খোলার তারিখ ঃ ১২.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** রেজিস্টর গ্রিড এলিমেন্ট অ্যাসেম্বলি। **পরিমাণ ঃ** ২৫৪টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১,৩০,৯৮০। **ক্র. নং. ১৬, টেন্ডার নং ঃ ২৯২৪১৩১৭, খোলার তারিখ ঃ ১৩.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** গ্রসর‍্যাড মেন গিয়ার, ১০৭ টিথ। **পরিমাণ ঃ** ৯৫টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২,৬৫,৬৪০। **ক্র. নং. ১৭, টেন্ডার নং ঃ ২৫২৪১১৭৯, খোলার তারিখ ঃ ১৭.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** অ্যাক্সেল বক্স অ্যাসলি. বেয়ারিং সমেত সম্পূর্ণ। **পরিমাণ ঃ** ৩৯৩ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৫,৬৫,৭৬০। **ক্র. নং. ১৮, টেন্ডার নং ঃ ২৯২৪৩২২৯, খোলার তারিখ ঃ ১৯.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ডব্লুএপি-৭ লোকোর জন্য ২০ টিথ পিনিয়ন। **পরিমাণ ঃ** ৪৯২টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২,৯৯,৫৭০। **ক্র. নং. ১৯, টেন্ডার নং ঃ ২৫২৪১১৯৮ খোলার তারিখ ঃ ২৪.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ডব্লুএজি-৭ লোকোর ইকুয়ালাইজার (মোডিফায়েড)। **পরিমাণ ঃ** ৩০৬ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২,২৬,৭৬০। **ক্র. নং. ২০, টেন্ডার নং ঃ ২৯২৪০০৩১, খোলার তারিখ ঃ ২৫.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এমএসইউ টিউবের জন্য সিলিন্ড্রিকাল রোলার বেয়ারিং এর সেট। **পরিমাণ ঃ** ৩৪৯ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৪,৭২,৬০০। **ক্র. নং. ২১, টেন্ডার নং ঃ ২৫২৪১১৮৩, খোলার তারিখ ঃ: ০৩.০৭.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ডব্লুএজি ৭ লোকোসমূহের প্রাইমারী সাসপেনশনের জন্য হেলিক্যাল স্প্রিং-এর সেট। **পরিমাণ ঃ** ১০১৩ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৪,৯২,১৪০। **ক্র. নং. ২২, টেন্ডার নং ঃ ২৫২৪৩৪০৫, খোলার তারিখ ঃ ০৫.০৭.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** আরডিএসও-র অনুসারে ইলাস্টিক রিং। **পরিমাণ ঃ** ৩৮০টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৩,০৪,৭৮০। **ক্র. নং. ২৩, টেন্ডার নং ঃ ২৯২৪০০৪৭, খোলার তারিখ ঃ ১৯.০৭.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ডব্লুএজি-৯-এর জন্য এলইডি ভিত্তিক টুইন বিম হেডলাইট। **পরিমাণ ঃ** ১০৪ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৮২,৪৭০। **ক্র. নং. ২৪, টেন্ডার নং ঃ ওই২৪৫২১৯, খোলার তারিখ ঃ ১৭.০৬.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এফআইএটি বগি হাইড্রলিক শক অ্যাবসর্বার টেস্টিং মেশিন সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা ও সূচনা। **পরিমাণ ঃ** ০১টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৭৮,৯৬০। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ ও নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই দফাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্যঃ** সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাগণকে অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশ নিতে এবং পরবর্তীকালে কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হলে সে বিষয়ে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(PR-149) প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/গার্ডেনরীচ

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড

CIN : L15122WB2007PLC162762

রেজিঃ অফিস: হায়াত রিজেন্সি কলকাতা, জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ১০৬, পঃবঃ, ভারত

ফোন: ০৩৩ ৬৮২০ ১৩৪৪/৪৬, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৩৫ ৮২৪৬,

ইমেল আইডি: investorrelations@ahleast.com; ওয়েবসাইট: www.ahleast.com

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কোম্পানি আইন, ২০১৩ (**''অ্যাক্ট''**) এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এর বিধান এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর ২০ এবং ২২ এর সাথে পঠিত অধীনে নোটিশ (**''রুলস''**), ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে এমসিএ দ্বারা জারি করা সাধারণ সার্কুলার এই বিষয়ে অন্যান্য সার্কুলারগুলির সাথে পড়া হয়েছে (পরবর্তীতে সম্মিলিতভাবে **''এমসিএ সার্কুলার''** হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড - ২ ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সাধারণ সভায় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪, যেমন সংশোধিত (**''এলওডিআর রেগুলেশনস''**) এবং অন্য যেকোন প্রযোজ্য আইন, বিধি ও প্রবিধান (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) সহ বা এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি), আপাতত বলবৎ), নিম্নোক্ত রেজোলিউশনগুলি ডাকের মাধ্যমে এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেডের সদস্যদের (''কোম্পানি'') অনুমোদনের জন্য সাধারণ রেজোলিউশন এবং বিশেষ রেজোলিউশন হিসাবে পাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে শুধুমাত্র পোস্টাল ব্যালট মাধ্যমে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ভোট দিয়ে (**''দূরবর্তী ই-ভোটিং''**) :

ক্রম নং	রেজোলিউশনের বর্ণনা
১.	শ্রী শৌর্য সেনগুপ্ত (ডিন ০৯২১৬৫৬১) একজন নন-এক্সিকিউটিভ স্বাধীন পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত
২.	কোম্পানির একজন স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে শ্রী সন্দীপন চক্রবর্তী (ডিন ০০০৫৩৫৫০) পরিচালকত্ব অব্যাহত রাখা যার বয়স ৭৫ বছর হবে।
৩.	একজন অ-নির্বাহী এবং অ-স্বাধীন পরিচালক হিসাবে শ্রী দেবেশ সরফের (ডিন ০৭৭৭৮৫৮৫) নিয়োগ

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর সাধারণ সার্কুলারগুলির বিধানগুলি মেনে, কোম্পানি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে, ১৬ মে, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি ('পোস্টাল ব্যালট নোটিশ') সহ পোস্টাল ব্যালটের নোটিশ পাঠিয়েছে, সেই সমস্ত সদস্যদের জন্য যাদের নাম সদস্যদের নিবন্ধন/সুবিধাপ্রাপ্ত মালিকদের তালিকায় উপস্থিত রয়েছে এবং যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধিত শুক্রবার, ১০ মে, ২০২৪ (**''কাট-অফ-ডেট''**) অনুযায়ী।

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটেও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে www.ahleast.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং www.evoting.nsdl.com

কোম্পানিটি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এনএসডিএল-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। অধিকন্তু, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক খামের সাথে পোস্টাল ব্যালট নোটিশের ফিজিক্যাল কপি সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে না।

সদস্যরা পোস্টাল ব্যালট নোটিশের অংশ হিসাবে প্রদত্ত দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য বিস্তারিত পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী উল্লেখ করতে পারেন। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল নিম্নরূপ :

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু	সকাল ৯টায় আইএসটি সোমবার, ২০ মে, ২০২৪
দূরবর্তী ই-ভোটিং সমাপ্ত	বিকাল ৫টায় আইএসটি ১৮ জুন, ২০২৪ মঙ্গলবার

দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা এনএসডিএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে অবিলম্বে ১৮ জুন, ২০২৪ মঙ্গলবার বিকাল ৫টা আইএসটি পরে।

সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া যাচাই-বাছাই করার জন্য কোম্পানি শ্রী অভিজিৎ মজুমদারকে (ACS No. 9804; COP No. 18995) স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের যাচাই-বাছাই শেষ হওয়ার পরে স্ক্রুটিনাইজার চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা অনুমোদিত কোনও ব্যক্তির কাছে তার প্রতিবেদন জমা দেবেন এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং শেষ হওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং এটিও প্রদর্শিত হবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ahleast.com এবং NSDL-এর ওয়েবসাইটে। কোম্পানি একই সাথে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডের কাছে ফলাফল সংযুক্ত করবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQS)এবং www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা কল করুন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা পাঠান শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল এবং/অথবা শ্রী অমিত বিশাল, ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট, এনএসডিএল evoting@nsdl.com-এ একটি অনুরোধ।

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সৌমেন চ্যাটার্জি
চিফ লিগ্যাল অফিসার এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৭ মে, ২০২৪

রিলায়েন্স জুট মিল (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড

CIN : L17125WB1996PLC081382

রেজিস্টার্ড অফিস: ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০০৭৩

ই-মেল: financeho@reliancejute.com । ওয়েবসাইট: www.reliancejute.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকা লাখে)

ক্র নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৯,৭৬৯	১০,৪৮৪	৩৩,৫৭৮	৩০,৪৭০
২.	সময়কালের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	৩৪২	৩৫৩	১৭৩	-১,০৮২
৩.	কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	৩৪১	৪১৫	১১৯	-১,০২০
৪.	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি)	৩,০৩১	৪১৩	২,৮০৯	-১,০২২
৫.	মোট ব্যাপক আয় এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়	২,৯৬২	১৭৩	২,৭৪০	-৮৮৭
৬.	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৫৯	২৫৯	২৫৯	২৫৯
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি যা নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো	(১৩৬৫) (৩১.০৩.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী)	(৪১০৬) (৩১.০৩.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী)	(১৩৬৫) (৩১.০৩.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী)	(৪১০৬) (৩১.০৩.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী)
৮.	শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের) (চলতি ও অচলতি কার্যক্রমের জন্য) - মূল ও মিশ্রিত (টাকা):	১১৭.০১	১৫.৯৫	১০৮.৪৬	(৩৯.৪৬)

দ্রষ্টব্য- ১) উপরেরটি ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ যা স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট **www.reliancejute.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.cse-india.com** -এ।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/- **সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল**
চেয়ারম্যান

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৬.০৫.২০২৪

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড

(পূর্বেকার টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেড)

CIN: L27320WB1997PLC084819

কর্পোরেট অফিস: ৭৫৬ আনন্দপুর, ই.এম-বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭

টেলি: ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-৪০১৯ ০৮২৩, ওয়েবসাইট: www.titagarh.in ই-মেল: corp@titagarh.in

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					কনসোলিডেটেড				
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
		৩১ মার্চ, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৩ (নিরক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৩ (নিরক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,০৬,৭১৫.৬০	৯৬,৯১৫.২৪	৯৮,২৫২.৬৫	৩,৮৯,৮৯৭.২১	২,৮২,৪৫১.২৯	১,০৬,৭০৮.৫৫	৯৬,৯১৫.২৪	৯৮,১১৯.৮৩	৩,৮৯,৩১০.৭৫	২,৮২,২১৭.৩৪
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর ও ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	১১,১৯৯.৭৩	১০,০১১.১৫	৭,৫১৭.১৫	৩৯,৭০৪.৬৮	২০,৫০৪.৭৬	১০,৯৭১.৫০	১০,০২০.৬২	৭,০১৫.৯৪	১১,৯৯৩.৭৭	১৯,০০৯.৭০
	ব্যতিক্রমী দফা	-	-	-	-	৪,৬২৭.৫৫	-	-	-	-	-
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	১১,১৯৯.৭৩	১০,০১১.১৫	৭,৫১৭.১৫	৩৯,৭০৪.৬৮	১৫,৮৭৭.২১	১০,৯৭১.৫০	১০,০২০.৬২	৭,০১৫.৯৪	১১,৯৯৩.৭৭	১৯,০০৯.৭০
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৮,৩৪১.৪৬	৭,৫০২.৫৫	৫,৩০০.৭৪	২৯,৬৯০.৬৮	১০,৩৩৬.৬৪	৮,১১৩.২৫	৭,৫১২.০২	৪,৭৯৯.৫৩	২৮,৮৪৩.৩৮	১৩,৪৬৩.৩৩
৫	সময়কাল -এর জন্য মোট অন্যান্য ব্যাপক আয়	৮,৩৪৫.৯১	৭,৪৪৫.৬৩	৫,৩৯৭.০৭	২৯,৬৯৬.৮২	৯,৩১৬.৫২	৭,৮৬৯.২৫	৭,৪৮৪.৩৭	৪,৭৯৫.৯৩	২৮,৬৪৬.২৩	১১,৫৭১.৯৩
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,৬৯৩.৪৮	২,৬৯৩.৪৭	২,৩৯১.৪২	২,৬৯৩.৪৮	২,৩৯১.৪২	২,৬৯৩.৪৮	২,৬৯৩.৪৭	২,৩৯১.৪২	২,৬৯৩.৪৮	১১,৫৭১.৯৩
৭	সংরক্ষণ (নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত				২,২০,১২৭.৪৫	৯৩,৯০০.৮১	-	-	-	২,২০,১২৭.৪৫	৯৩,৯০০.৮১
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ২/- টাকা) মূল এবং মিশ্রিত	৬.৫৫	৫.৮৩	৪.৪৩	২৩.৩০	৮.৬৪	৬.৩৭	৫.৮৪	৪.০১	২২.৬৪	১০.৮৯

দ্রষ্টব্য

১. উপরের ফলাফলটি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১৫ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

২. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট: **www.bseindia.com / www.nseindia.com;** এবং **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.titagarh.in** -তে পাওয়া যাবে।

৩. পরিচালনা পর্ষদ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ৪০% (৮০ পয়সা) হারে লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে। বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত লভ্যাংশ কোম্পানির আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের পক্ষে
উমেশ চৌধুরি
ভাইস চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৫ মে, ২০২৪

হায়দরাবাদে প্রবল বৃষ্টি চাপ বাড়ছে কামিন্সদের !

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুভমন গিলরা যেন বৃষ্টি সঙ্গী করেই হায়দরাবাদ এসেছিলেন। আজ লিগ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে গুজরাট টাইটান্স। গত ম্যাচে ঘরের মাঠে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে নামার কথা ছিল গুজরাট টাইটান্সের। প্রবল বৃষ্টিতে অপেক্ষা বাড়ে। ম্যাচ শুরুর প্রস্তুতি চলছিল, এমন সময় ফের বৃষ্টি। শেষ অবধি ম্যাচটি ভেস্তেই যায়। আর তার সঙ্গে প্লে-অফের দৌড় থেকে পুরোপুরি ছিটকে গিয়েছিল গুজরাট টাইটান্স। লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে তাড়া করছে বৃষ্টি।

হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নামার কথা সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও গুজরাট টাইটান্সের। এই ম্যাচটি শুভমন গিলদের কাছে শুধুই মর্যাদার। তবে তাঁদের পারফরম্যান্সের দিকে নজর রয়েছে পয়েন্ট টেবলের অন্যান্য দলের। সানরাইজার্সকে যদি গুজরাট হারিয়ে দেয়, প্রথম দুইয়ে থাকার সম্ভাবনা বাড়বে রাজস্থান রয়্যালসের। তেমনই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাই সুপার কিংসও এই ম্যাচে গুজরাট জিতলে সুবিধা পাবে। সানরাইজার্সের আরও একটা ম্যাচ বাকি থাকবে। অর্থাৎ শেষ দু-ম্যাচে সানরাইজার্স বিশাল ব্যবধানে হারলে আরসিবি-চেন্নাই দু-দল একসঙ্গেও প্লে-অফে যেতে পারে।

বিকেল থেকেই হায়দরাবাদে দফায় দফায় বৃষ্টি। নির্ধারিত সময়ে টস করা যায়নি। তবে সময় কিছুটা গড়াতেই পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছিল। রাত ৮টা নাগাদ টস এবং ৮.১৫ নাগাদ ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা ছিল। যদিও ফের বৃষ্টি নামায় মাঠ ঢাকতে হয়েছে। বৃষ্টির ধারও বেড়েছে। এই ম্যাচ শেষ অবধি হবে কিনা, তা নিয়েও ধোঁয়াশা। প্রকৃতির উপর কারও নিয়ন্ত্রণ নেই।

ম্যাচ ভেস্তে গেলে সানরাইজার্সের পয়েন্ট দাঁড়াবে ১৫। তাদের প্লে-অফও নিশ্চিত হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে চেন্নাই সুপার কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মধ্যে নকআউট ম্যাচ।

‘খেলতে এলে পুরো আইপিএল খেলা উচিত’ গাওস্করের পর এ বার ক্ষোভ পাঠানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএল ছেড়ে ইতিমধ্যেই ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারেরা চলে গিয়েছেন। বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমানও চলে গিয়েছেন। এমন ভাবে আইপিএলের মাঝে চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছেন না পাঠান। তিনি বলেন, তপুরো আইপিএল খেলতে এসো, না হলে এসো না।দ কারও নাম না নিলেও পাঠানের ইঙ্গিত ছিল ইংরেজ ক্রিকেটারদের দিকে।

জস বাটলার, লিয়াম লিভিংস্টোন, উইল জ্যাক্স, ফিল সল্ট, রিচি টপলে দেশে ফিরে গিয়েছেন। বুধবার ম্যাচের পর স্যাম কারেন, জনি বেয়ারস্টোরাও ফিরে গিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারেরাও দেশে ফিরে যেতে পারেন। যা নিয়ে আগেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন গাওস্কর।

এক সংবাদপত্রের কলামে গাওস্কর লিখেছিলেন, তদেশের হয়ে ক্রিকেটারদের খেলতে যাওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় আমি বিশ্বাসী। কিন্তু ওরা নিজেদের ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে পুরো মরসুম থাকার চুক্তি করেছে। এখন ছেড়ে চলে গেলে ওদের দল বিপদে পড়বে। দেশের হয়ে কয়েক মরসুম খেলে যে টাকা পায় তার থেকে এক বছরে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ওদের বেশি টাকা দেয়।

গাওস্করের সংযোজন, তক্রিকেটারদের যে বেতন দেয় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো, তার থেকে ভাল মতো একটা অংশ কেটে নেওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, বিদেশি ক্রিকেটারদের খেলানোর জন্য ওদের বোর্ডগুলোকে যে ১০ শতাংশ ফি দেওয়া হয়, সেটাও দেওয়া উচিত নয়। গাওস্করের মতে, শুধু ক্রিকেটারদের নয়, বিদেশি বোর্ডগুলির অর্থ উপার্জনের রাস্তাও বন্ধ করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে তারা এ রকম কাজ না করে।

অবসর নিয়ে মুখ খুললেন কোহলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সারা জীবন যে ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যেতে পারবেন না এটা তিনি ভালই জানেন। সেটা চাইছেনও না। তাই বিরাট কোহলির ইচ্ছা, ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার আগে সব কাজ শেষ করে ফেলার। আরসিবি-র একটি পডকাস্টে এমনই কথা বলেছেন কোহলি। বেশ কিছু দিন পর ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের মুখে আবার অবসরের কথা শোনা গেল।

রানের প্রতি কোহলির খিদে এখনও আগের মতোই আছে। এ বারের আইপিএলে শতরান করেছেন। মোট আটটি শতরান হয়ে গিয়েছে আইপিএলে। ১৩টি ম্যাচে ৬৬১ রান করে কমলা টুপির দৌড়ে রয়েছেন।

আরসিবি-র একটি ভিডিয়োয় কোহলি বলেছেন, তকোনও কাজ অসমাপ্ত রেখে যেতে চাই না। আমি চাই না কোনও আক্ষেপ রাখতে। আমি নিশ্চিত যে সেটা হয়তো থাকবেও না। তবে এক বার আমার কাজ শেষ হয়ে গেলেই চলে যাব। তার পর অনেক দিন আমাকে দেখতে পাবেন না।

কোহলির সংযোজন, তযত দিন খেলছি তত দিন নিজের সেরাটা দিতে চাই। এই বিষয়টাই আমাকে সর্বক্ষণ তাড়িয়ে বেড়ায়।

২০০৮ সালে ভারতকে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জেতানোর পরেই কোহলিকে আইপিএল নিলামে কেনে আরসিবি। সেই থেকে একটি দলের হয়েই খেলে চলেছেন তিনি।

কোহলি বলেছেন, তক্রীড়াবিদ হিসাবে আমাদের একটা মেয়াদ থাকে। আমি তাই পিছনের দিকে তাকাচ্ছি না। কোনও নির্দিষ্ট দিনে আমি কী করতে পারতাম সেটা ভাবতে ভাবতে কেরিয়ার শেষ করতে চাই না। কারণ সারা জীবন খেলা চালিয়ে যেতে পারব না।

মহিলারা কাজ করতে শুরু করার পরেই বৃদ্ধি পেয়েছে বিবাহবিচ্ছেদ !

প্রাক্তন পাক ক্রিকেটারের মন্তব্যে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কর্মরত মহিলাদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক সঈদ আনোয়ার। গত কয়েক বছরে পাকিস্তানে বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ জন্য মহিলাদেরই দায়ী করেছেন আনোয়ার। বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি।

সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়োতে আনোয়ারকে পাকিস্তানে বিবাহবিচ্ছেদ বৃদ্ধি নিয়ে কথা বলতে শোনা গিয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত তিন বছরে পাকিস্তানে বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০ শতাংশ। আনোয়ারের দাবি, কর্মরত মহিলাদের জন্য সংসার ভাঙছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন ওপেনিং ব্যাটার বলেছেন, “যখন থেকে পাকিস্তানের মহিলারা কাজ করতে বাইরে যেতে শুরু করেছেন, তখন থেকে বিবাহবিচ্ছেদের সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত তিন বছরে ৩০ শতাংশ বিবাহবিচ্ছেদ বৃদ্ধি উদ্বেগের।” তিনি আরও বলেছেন, “এখনকার স্ত্রীরা তাঁদের স্বামীদের বলেন, ‘তুমি যা খুশি করো। আমি নিজে উপার্জন করতে পারি। সংসারও চালাতে পারি।’ এর পিছনে হয়তো কোনও বড় পরিকল্পনা থাকে। কেউ সঠিক পরামর্শ না পেলে ওই পরিকল্পনাটা ধরতে পারবে না। সমাজকে ধ্বংস করার চক্রান্ত চলছে।”

বিভিন্ন দেশে সফরের অভিজ্ঞতা থেকে আনোয়ার বলেছেন, “আমি বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় যাই। কিছু দিন আগে ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়া সফর করে ফিরেছি। দেখেছি কী ভাবে যুবসমাজ সমস্যায় পড়ছে। পরিবারগুলোর অবস্থা ভাল নয়। দম্পতিদের মধ্যে অশান্তি লেগেই আছে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে মহিলাদের রোজগার করতে যেতে হচ্ছে। উপার্জনকারী মহিলারা নিজেদের ইচ্ছা মতো চলতে চাইছেন।” তাঁর দাবি অস্ট্রেলিয়ার এক শহরের মেয়র এবং নিউ জ়িল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনও নাকি তাঁর কাছে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য কর্মরত মহিলাদেরই দায়ী করেছেন।

ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর আনোয়ার ইসলামের প্রচারক হিসাবে কাজ করেন। ২০০১ সালে তাঁর একমাত্র কন্যার মৃত্যুর পর নিজের জীবনের পথ পরিবর্তন করে নেন। ক্রিকেট থেকে ধীরে ধীরে সরে গিয়ে ধর্মপ্রচারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং ইসলামের প্রচারক হিসাবে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কাছে বাড়তি গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে আনোয়ারের। কিন্তু মহিলাদের নিয়ে তাঁর এই মন্তব্য মেনে নিতে পারেননি অনেকেই। ভক্তদের একাংশ তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

কিছুতেই নাচাতে পারলেন না রিঙ্কুকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কিছুতেই নাচতে রাজি নন রিঙ্কু সিংহ। একটি বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ের জন্য তাঁকে নাচতে বলেন পরিচালক। কিন্তু হাত, পা নাড়তেও অনীহা রিঙ্কুর। ব্যাট হাতে যিনি বোলারদের ত্রাস হয়ে ওঠেন, সেই রিঙ্কুই নাচের কথা শুনে পালিয়ে বাঁচতে চাইলেন। শেষ পর্যন্ত যদিও রিঙ্কুকে নাচালেন তাঁরই সতীর্থ। বেঙ্কটেশ আয়ারের সাহায্যে নাচেন রিঙ্কু।

রিঙ্কু এখন ভারতীয় ক্রিকেটে বেশ পরিচিত নাম। গত বারের আইপিএলে পাঁচ ছক্কা মেরে ম্যাচ জেতানোর পর থেকেই তিনি শিরোনামে উঠে এসেছিলেন। ভারতীয় দলেও খেলেছেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রিঙ্কুর থাকার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুযোগ পাননি। রিঙ্কু যদিও সকলের কাছেই প্রিয় চরিত্র। সেই ক্রিকেটারকে নাচতে বলেন এক বিজ্ঞাপনের পরিচালক। তিনি রিঙ্কুকে বলেন, তহাত, পা তো নাড়াও।

রিঙ্কু কিছুতেই রাজি নন। তিনি বলেন, তডিরেক্টর সাহেব, আমার ব্যাপারটা তো বোঝো।দ পরিচালক ব্যর্থ হওয়ার পর রিঙ্কুকে সাহায্য করেন বেঙ্কটেশ। তিনি রিঙ্কুকে নাচ শেখান।

মুম্বই দলে ভাগ হয়ে গিয়েছেন ভারতীয় এবং বিদেশি ক্রিকেটারেরা ! কারও পছন্দ রোহিত, কারও হার্দিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলের মধ্যে ক্রিকেটারেরা ভাগ হয়ে গিয়েছেন বলে শোনা যায়। কেউ কেউ নাকি রোহিত শর্মার পক্ষে, কেউ আবার হার্দিক পাণ্ড্যের পক্ষে। এ বার শোনা গেল ভারতীয় ক্রিকেটারেরা নাকি রোহিতের পক্ষে, বিদেশিরা হার্দিকের।

এ বারের আইপিএল শুরুর আগেই মুম্বইয়ের অধিনায়ক করা হয় হার্দিককে। পাঁচ বারের ট্রফিজয়ী অধিনায়ক রোহিতকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনা অনেকেই মানতে পারেননি। এ বারের আইপিএলে প্লে-অফেও উঠতে পারেনি মুম্বই। সেই কারণে হার্দিককে নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে। সূত্রের খবর, সাজঘর ভাগ হয়ে গিয়েছে এই দুই অধিনায়কের জন্য। এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বিদেশি ক্রিকেটারেরা হার্দিকের পক্ষে। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটারদের পছন্দ রোহিতকে। ভারতীয় ক্রিকেটারেরা চাইছেন রোহিত আবার অধিনায়ক হিসাবে ফিরে আসুক।

সংবাদপত্র ‘দৈনিক জাগরণ’ একটি প্রতিবেদনে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরের অশান্তির খবর প্রকাশ করেছে। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুম্বই আইপিএলের লড়াই থেকে ছিটকে গিয়েছে আগেই। তার পর প্রকাশ্যে এসেছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে হার্দিককে নাকি চাননি রোহিত। তাতেই মুম্বই শিবিরের বিভাজন আরও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওয়াংখেড়েতে ব্যাটিং অনুশীলনের পর মাঠের ধারে বসে সূর্যকুমার এবং তিলক বর্মার সঙ্গে কথা বলছিলেন রোহিত। সে সময় নেটে অনুশীলন করতে যাচ্ছিলেন হার্দিক। তাঁকে দেখেই রোহিত সেখান থেকে উঠে মাঠের অন্য দিকে চলে যান। তাঁর সঙ্গে সূর্যকুমার এবং তিলকও উঠে যান। এই ঘটনার পর মুম্বই শিবিরের পরিবেশ নিয়ে নতুন জল্পনা তৈরি হয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। শোনা যাচ্ছে, মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজ়ির ভারতীয় ক্রিকেটারেরা কেউই নাকি হার্দিককে মানছেন না। তাঁরা সকলে রয়েছেন রোহিতের সঙ্গে। বিদেশি ক্রিকেটারদের কয়েক জন শুধু হার্দিকের পাশে রয়েছেন।

বিশ্বকাপে বিরাট কোহলি কাঁটা পাকিস্তানের, সতর্ক করছেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক মিসবা-উল-হক

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখোমুখি সাক্ষাতে পরিসংখ্যান ৬-১! টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মাত্র একবারই ভারতকে হারাতে পেরেছে পাকিস্তান, ২০২১ সালে। আগামী ৯ জুন নিউ ইয়র্কে ফের আর এক বার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবে দুই দল। তাঁর আগে বুধবার প্রাক্তন পাক অধিনায়ক মিসবা-উল-হক জানিয়ে দিলেন পাকিস্তানের জয়ের পথে কাঁটা হতে চলেছেন বিরাট কোহলি।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অনেক অবিস্মরণীয় ইনিংস রয়েছে বিরাটের। ২০২২ সালে মেলবোর্নে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বিরাটের ৫৩ বলে অপরাজিত ৮২ রানের অতিমানবীয় ইনিংসের কথা এখনও উজ্জ্বল ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে। হ্যারিস রউফকে ব্যাকফুটে সোজা মারা ছক্কা শতকের সেরা শটের তকমা ছিনিয়ে নিয়েছে। মিসবা বলেছেন, তপাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিরাট বড় ভূমিকা নিতে চলেছে। আগেও অনেক বার একার হাতে আমাদের ধ্বংস করেছে। মানসিক ভাবে ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আধিপত্য বজায় রাখতে পছন্দ করে। বড় ম্যাচ থেকে যাবতীয় প্রেরণা লাভ করে।

শুধুমাত্র মিসবা নয়, আগেও বাবর আজম বা মহম্মদ রিজওয়ানের থেকেও প্রশংসা বার্তা ভেসে এসেছে বিরাটের কাছে। তাঁরা তো জানিয়েই দিয়েছিলেন, বিরাটকে তাঁরা শিক্ষক হিসেবে দেখেন। চলতি আইপিএলে ১৩ ম্যাচে ৬৬১ রান করে কমলা টুপি বিরাটের মাথায় থাকলেও বারবার সমালোচকদের তোপের মুখে পড়েছে তাঁর স্ট্রাইক রেট। যা নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাতে রাজি নন মিসবা। তিনি বলে দিয়েছেন, তবিরাট সর্বোচ্চ মানের ক্রিকেটার। ওর মতো ক্রিকেটার সবসময় আপনাকে ম্যাচ জেতাবে, স্ট্রাইক রেট নিয়ে প্রশ্নই ওঠে না। ভাল ক্রিকেটারেরা সবসময় সমালোচনা থেকেই প্রেরণা নেয়।

২০০৭ সালে উদ্বোধনী প্রতিযোগিতায় মিসবার স্কুপ শটই বিশ্বকাপ তুলে দিয়েছিল ভারতের হাতে। সেই বিশ্বকাপই ভবিষ্যতে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের বাড়বাড়ন্তের জন্য দায়ী বলে মনে করছেন মিসবা। তাঁর কথায়, তভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ফাইনাল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে অন্যতম সেরা যুদ্ধ হিসেবে জায়গা পেয়েছে। সেই বিশ্বকাপের পরে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট যে রকম পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা অবিশ্বাস্য।

অন্য দিকে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য এখনও দল ঘোষণা করেনি পাকিস্তান। বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রামিজ রাজা যা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ জয়ের পরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চারটি টি-টোয়েন্টি খেলবেন বাবররা। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে রামিজ বলেছেন, তমনে হচ্ছে সব ক্রিকেটাররা যেন ট্রায়ালে রয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বোর্ডের উচিত দল ঘোষণা করা, যাতে থিতু হতে পর্যাপ্ত সময় পায়।

এনসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ এক দিনের প্রতিযোগিতায় জয়ী শরৎ সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এনসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ এক দিনের প্রতিযোগিতার ফাইনালে আরএমএস ঝাড়গ্রামকে ৯১ রানে হারিয়ে দিল শরৎ সমিতি। ফাইনালে সেরার পুরস্কার পেয়েছেন মিতুল শাহ। ৭৫ বলে ৭৪ রান করেন তিনি। জয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাংলার ক্রিকেট সংস্থার প্রাক্তন প্রধান এবং আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া।

প্রথমে ব্যাট করে শরৎ সমিতি ২০৬ রান তোলে। মানকুণ্ডু স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে সেই রান তাড়া করতে নেমে আরএমএস ঝাড়গ্রামের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১১৫ রানে। ব্যাট হাতে মিতুল ছাড়াও শরৎ সমিতির হয়ে রান করেছেন অক্ষয় নস্কর। তিনি ৪৩ বলে ৩৭ রান করেন।

বল হাতে আরএমএস ঝাড়গ্রামের ইনিংস দ্রুত শেষ করার দায়িত্ব নেন অভিজিৎ কুমার মাহাতো। তিনি তিনটি উইকেট নেন। আরএমএস ঝাড়গ্রাম পুরো ৪৫ ওভার ব্যাট করলেও জয়ের রান তুলতে পারেনি। ৯ উইকেট হারিয়ে ১১৫ রান তোলে। ম্যাচ জিতে নেয় শরৎ সমিতি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**